জন্মান্তর দম্পতি।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ও
প্রকাশিত
মন্দির বাটী
বালী।

মূল্য—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

বাঁধাই—॥০ আনা মাত্র।

কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

নিম্নলিখিত সম্পাদকের ঠিকানায় পত্র লিখিয়া জানাইলে আমরা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া থাকি।

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা সম্পাদক
মন্দির বাটী।
বালী পোঃ আঃ

Opinions :—

Printed by Manmatha Nath Dass,
AT THE
THE LAKSHMI PRINTING WORKS
67/9, Balaram Dey Street, Calcutta.
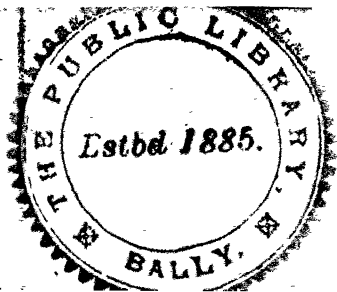
ওঁ।

উৎসর্গ পত্র।

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ পিতৃদেব—স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাপুরুষের শ্রীচরণকমলদ্বয়ে ভক্তি-উপহার স্বরূপ উৎসর্গ করিলাম। ওঁ।

শ্রীচরণেষু,

বাবা, আপনার পবিত্র চরণযুগলে প্রণাম স্মরণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি "জন্মান্তর-দম্পতি" উপন্যাসটি অতি পবিত্র ভাবে ভগবদ্ভক্তি জ্ঞান চিত্তে উৎসর্গ করিলাম। ওঁ। এই মহামন্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক উৎসর্গিত হইলে সেই মন্ত্রধ্বনি আকাশ, মহাকাশ ও চিদাকাশ ভেদ করিয়া আপনার অনন্ত লীন-আকাশে গিয়া লীন হইয়া যাউক।

যাঁহার পবিত্র উৎসাহে আমি দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে লেখনি ধারণ করিতে শিখিয়াছিলাম; তিনি এক্ষণে অমর আত্মায় থাকিয়া পরমাত্মায় লীন হইয়া রহিয়াছেন। যাঁহাকে অদেয় কিছুই নাই তথাপি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে উৎসর্গ করা বিধেয় জ্ঞানে অতি ক্ষুদ্র হইলেও এই সামান্য গ্রন্থখানিও এই মন্ত্র সাহায্যে উৎসর্গ করিলাম। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সুখ শান্তি দিউন। আদর্শ মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদে আমাদের সর্ব্ব মঙ্গল হউক।

ইতি।

বালি—
বৈশাখ সন ১৩২৪। } সেবক শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ-
সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ
শ্রেয়ো ধিষীরোঽভি প্রেয় সো বৃণীতে,
প্রেয়োমন্দ যোগক্ষেমান বৃণীতে ॥২

কৃষ্ণর্যজুর্ব্বেদীয়া—কঠোপনিষৎ। ২য় বল্লী।

অনুবাদ—শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ এই উভয়ই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি শ্রেয়ঃ ও প্রেয় এই দুটিকে সম্যকরূপে অবগত হইয়া মোচক ও বন্ধক বিষয় বিচার করিয়া থাকেন। ধীর বিবেকী প্রিয়তম দারাপত্যাদি পরিহার করিয়া মোক্ষরূপ শ্রেয়কে বরণ করিয়া থাকেন। আর বিবেকহীন ব্যাক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর রক্ষণ এতদুভয়াত্মক প্রেয়কে প্রার্থনা করিয়া থাকেন।২॥

আমরা উক্ত উপনিষদের শ্লোক ও ব্যাখ্যাটি হইতে এই বুঝিতেছি যে শ্রেয়ঃ বস্তু এক এবং প্রেয় বস্তু অন্য, বিষয়াসক্ত হইয়া যাবতীয় সুখভোগেচ্ছা সকল প্রেয়;

এই প্রেয় বস্তু লাভার্থে আমরা সততঃ ব্যস্ত হইয়া এই সংসারে দুঃখের কারণ হই, কেন না, এই সুখগুলি অভাবে আমাদের মহা দুঃখ আনীত করে তাহালে এই প্রেয়গুলি ত্যাগ করিয়া যাহাতে সুখ দুঃখাতীত শান্তি লাভ হয় তাহাই শ্রেয়ঃ। এই শ্রেয়ঃ তত্ত্ব সম্বন্ধে গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূয়োভূয়ঃ আমাদের উপদেশ দিতেছেন যে বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর; বিষয় সুখের আসক্তি ত্যাগ ফলরূপ যে শান্তি তাহাই ভগবদ্গীতায় কথিত "শ্রেয়ঃ" পদার্থ; এই শ্রেয়ই জগতগুরু প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া শান্তি সুখভোগ লাভ করাই একমাত্র শ্রেয়ঃ। সুতরাং জন্মান্তর-দম্পতি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া ও ভূমিকা লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পন্থানুযায়ী আমরা কার্য্য তৎপর হইয়া শান্তি সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হইব ও আশা করি পাঠকবর্গকে শান্তি সুখ উপভোগ করাইতে সমর্থ হইব।

এই উদ্দেশে আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবর্গ এই 'জন্মান্তর-দম্পতি' গ্রন্থখানি প্রকাশার্থে আমাকে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করেন। গ্রন্থখানি আট বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম কিন্তু এতাবৎকাল মুদ্রিত করি নাই,

এবং ইহা কোনরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা ইচ্ছা থাকিলেও করা হইল না, তজ্জন্য আমার স্বেচ্ছা না থাকিলেও বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু অনিলচন্দ্র দত্ত প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। আমাদের সুপরিচিত সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, মহাশয় গ্রন্থখানির বিষয় শুনিয়া বলিলেন আপনার প্লটটি (plot.) বড়ই সুন্দর হইয়াছে।" আমার গ্রামবাসী পিতৃ-বাল্য-সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ি গোস্বামী "মাতৃভক্তি ও মাতৃউপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি" গ্রন্থকার মহাশয় পাঠান্তে অতি আনন্দ সহকারে তাঁহার অভিমতে যাহা জানাইয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা করি পাঠকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন হইবে।—

গ্রন্থকার।

"আমার বাল্য-বন্ধু চির-সহধ্যায়ী সোদর প্রতিম ৺কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "জন্মান্তর-দম্পতি" নামক উপন্যাস গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া আমি পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থ খানিতে উপন্যাসচ্ছলে মনুষ্যের পাপ, পুণ্য প্রভৃতি কর্ম্মফলের ও জন্মান্তরের চিত্র এবং দর্শন শাস্ত্রের কথা, এবং অনেক সদুপদেশ অতি বিষদ ভাবে

বিন্যস্ত হইয়াছে। বাস্তবিক পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক শাস্ত্রীয় কথা মনে উদিত হইয়া মন বিমল আনন্দরসে আপ্লুত হয়। গ্রন্থমধ্যে চিন্তাশীল সুকবির গভীর গবেষণা-পূর্ণ কয়েকটি গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। গানগুলি সম্পুর্ণ নূতন ধরণের; সুললিত এবং ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ, আবার এতই মধুর যে পাঠকের মনে হইবে যেন কোন অভিনয়ের স্বর্গীয় আনন্দ কাননের মনোরম দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। পুস্তকখানি বৃহৎ নহে কিন্তু বড়ই হৃদয়গ্রাহী। কিরূপে সুপবিত্র দাম্পত্য প্রণয় জনিত নির্ম্মল সুখভোগ করিতে করিতে সেই অনাদি, অচিন্ত্য, ভগবচ্চরণে মনোনিবেশ করিতে পারা যায়, কিরূপে পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়, অবশেষে গুরুভক্তি ঈশ্বরভক্তি মনে আনয়ন করে তাহা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যখন শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে লোকের অপেক্ষাকৃত অনাস্থা জন্মিয়াছে তখন এরূপ মহোপকারী গ্রন্থের যতই প্রচার হয় ততই মঙ্গল ভরসা করি সাহিত্যমোদী ধর্ম্মপিপাসুজন সাধারণ, গ্রন্থকারের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।"

বালী—
১৩ই চৈত্র ১৩২৩ সাল } শ্রীসাতকড়ি গোস্বামী।

বলা বাহুল্য এরূপে বহু চিন্তাশীল উপন্যাস লেখক, গ্রন্থকার—-এই গ্রন্থখানি সাদরে পাঠান্তে নানারূপে অভিমত দিয়াছিলেন, তাহা দুই একটি নিদর্শন স্বরূপ পাঠকবর্গের বিজ্ঞাপনার্থে এই ভূমিকা মধ্যে উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে আসুন, আমরা সাহিত্যমোদী ধর্ম্মপিপাসু জন, উপন্যাস পাঠক মহোদয়গণ সকলেই এই গ্রন্থখানি পাঠে মনোনিবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুযায়ী অনাসক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া শান্তিসুখ উপভোগ করি।

শ্রীচারুচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

জন্মান্তর-দম্পতি।

(উপন্যাস)

প্রথম অঙ্ক।

(প্রেম লক্ষণ)

কক্ষ।

একটি দ্বিতল বাটীর প্রকোষ্ঠের বাতায়ন উত্তর দক্ষিণ উন্মুক্ত। বাটীর বহির্ভাগে ঐ দ্বিতল গৃহটি অবস্থিত; গৃহের গবাক্ষগুলি উন্মুক্ত; পূর্ব্বভাগে গৃহ প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত; গ্রীষ্মকাল। নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বে একটি মনোরম উদ্যান। উদ্যান মধ্যস্থ চম্পক, বকুল প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষগুলি প্রস্ফুটিত-পুষ্পরাজি দ্বারা সুশোভিত; তাহা উন্মুক্ত গবাক্ষ পথ হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সেই সকল সুগন্ধি পুষ্প হইতে মনোরম সৌরভ উদ্ভূত হইয়া উক্ত দ্বিতল গৃহটি অপূর্ব্ব সৌগন্ধে আমোদিত করিয়াছে। পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া রাজপথ উত্তর দক্ষিণে বিরচিত। পশ্চিম গবাক্ষ হইতে রাজ পথটি দৃষ্ট হইতেছে। গৃহটি বেশ সুসজ্জিত। গৃহ মধ্যে দেওয়ালে কতকগুলি ফটোগ্রাফ

সুসজ্জিত ভাবে দোদুল্যমান রহিয়াছে। মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্মতল, তদুপরে দুই একখানি কৌচ, দুই এক-খানি সোফা, মেহগ্নি কাষ্ঠ নির্ম্মিত গোলাকার একখানি বৃহদাকার টেবিল মধ্যভাগে রক্ষিত; টেবিলের উপরি-ভাগটি রেশমবস্ত্রাদনে আচ্ছাদিত; আচ্ছাদনটিতে কারু-কার্য্য ও সিল্পকর্ম্ম যথেষ্ট ছিল; তদুপরি একটি রৌপ্য-নির্ম্মিত পুষ্পদান, তাহাতে একটি ফুলের তোড়া অতি যতনে রক্ষিত। টেবিলের চতুস্পার্শে উজ্জল কৃষ্ণবর্ণের চারিখানি চেয়ার (Chair) ও তন্নিকটে একখানি সোফা; সেই সোফাখানিতে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যৌবন্মুখী বালিকা অর্দ্ধশায়িত ভাবে নিবিষ্টচিত্তে একখানি ফটো-গ্রাফ্ হস্তে লইয়া সেই প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছে —বালিকা এতই নিবিষ্ট যে সে যেন তখন এ জগত হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। গৃহটি নিস্তব্ধ। বালিকা নিস্পন্দ। কেবলমাত্র নির্নিমেষলোচনে ফটোদৃষ্টিকার্য্যে একভাবে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

কে জানে? বালিকা বোধ হয় অরিষ্ট-যোগ কিছু জানে!—অলক্ষিতে মাতা ডাকিলেন; সুকু! সুকু! ও সুকুমারি! বালিকা সুকুমারীর কোন সাড়া শব্দ

না পাইয়া মাতা গৃহাভিমুখে আসিয়া উপনীত হইলেন, কারণ মাতা করুণাময়ী জানিতেন যে তাঁহার কন্যা এই গৃহটিতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে বসে—তজ্জন্য অদ্যও এই স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে বালিকা কিরূপ ব্যস্ত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি কোন বাক্যব্যয় না করিয়া নিস্তব্ধভাবে তাহার পশ্চাৎদিকে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। করুণাময়ী দেখিলেন যে কার ফটো? নির্ম্মলকুমারের ফটো দেখিয়া বালিকা মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে; তাই ত নির্ম্মল যুবাপুরুষ, সুপুরুষ তাত সবই বটে; করুণাময়ী চিনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, কন্যার এই বয়সে প্রেম-সঞ্চার হইয়াছে, তা যোগ্যপাত্রও বটে—এই মিলন করাই আবশ্যক; কিন্তু—

এমন সময় বালিকা মুখোচ্ছারিত শব্দ হইল;—"কি সুন্দর!" মাতা অন্তরালে প্রস্থান করিলেন, তৎশ্রবণে মনে মনে ভাবিলেন, আহা! এ যে সেই সত্যবান যেরূপ সাবিত্রী সন্দর্শনে বলিয়াছিলেন কি সুন্দর! এ যে সেই ভাবই হলো দেখ্‌ছি।

বালিকা (স্বগতঃ) আহা! ইনি ত আমাকে খুব ভালবাসেন, আমার যাহা ইচ্ছা-তাঁহাকে ত দেখিতে পাই—

তাঁহার দর্শনত আমি সকল সময় পাইতে পারি—দেখিতে পারি, কিন্তু আর দেখিতে পাইব না মনে হয়—না তা হইবে ন', তাঁহাকে আমি ছাড়িতে পারিব না—আমি তাঁহাকে বড়ই ভালবাসি—তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসেন, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি—যেন তিনি আমার তফাৎ না হন এই আমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা হলে কি হবে ? যদি আমার তফাৎ হন, এই আমার ভয় হয়, তবে কি হবে—না ও কথা মনে আনলেও কষ্ট হয়, আমি ও কথা মনে আনতে দিব না—তিনি আমারই হইবেন। এঁ্যা—তিনি কি আমারই হবেন ?—এমন দিন কি আমার হবে ? কবে হবে ? কেন ভাবি—তিনি ত আমারই, সর্ব্বদাই ত আমার নিকটে থাকেন ? আমাকে আদর করেন—এঁ্যা—আদর—আদর আমি আদর বড় ভালবাসি ; আমি তাঁর আদর চাই। কেন তিনি ত আমাকে আদর করেন, সুকু সুকু বলে ডাকেন, কত যত্ন করেন, কত ভালবাসেন। তবু যেন মনে হয় তিনি আমার নন—আমার প্রাণ তিনি, তিনি আমার না হলে আমি প্রাণ ছাড়া থাকিব কি ?

এইরূপে বালিকা নির্জ্জন চিন্তায় অভিভূত হইয়া মনোমধ্যে অবিরাম প্রেমটিকে নিজ প্রাণে দৃঢ়ভাবে রাখিয়া তাঁহার গুপ্ত ধনটির চিত্র চিত্রিত করিতেছে। তাহার ঐই অভিনব চিন্তাটি মনোমধ্যে বড়ই তৃপ্তি, আশার তরঙ্গ তুলিয়া যেন প্রাণকে আকুলি ব্যাকুলি করিয়া মনটি এক প্রকার নূতন রকম করিয়া দিল। এইরূপে কিছুক্ষণ পরে বালিকা ফটোখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া, দ্বার সন্নিকটস্থ হইতে লাগিল, পুনশ্চ দ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনশ্চ ফটোখানি লইয়া সেইরূপে অতৃপ্ত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; বালিকা মনে মনে বলিল "বলিব কি কিছুতেই দেখে আশা মিটে না;" এইরূপে ফটোখানি দেখিতেছে ও পুনর্ব্বার যথাস্থানে রাখিতেছে। মাতা অন্তরাল হইতে সমস্ত দেখিয়া প্রস্থান করিলেন।

আমরা এইখানে বালিকার একটু পরিচয় দিতেছি। বালিকা বিমলানন্দ শর্ম্মার কন্যা; বিমলানন্দ একটি ক্ষুদ্র জমিদার। এই একমাত্র কন্যাই তাঁহার সন্তান; সুতরাং কন্যাটি তাঁহার বড়ই আদরের জিনিষ; অতি যত্নে তাহাকে লালনপালন করিয়া সেটীকে সুশিক্ষিতা

প্রদানও করিয়াছেন। বালিকার বয়স এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হয় হয় হইয়াছে। সুকুমারী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বলিয়া গণ্য, অতএব তাহার আর বিশেষরূপে রূপ বর্ণনায় প্রয়োজন নাই।

বালিকার অলকাগুচ্ছ গুলি গণ্ডে ও কপোলে ইতস্ততঃ পতিত হইয়া সৌন্দর্য্যের প্রতিমা স্বরূপ দৃষ্ট হইতেছে, কপোলদেশ বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মাসিক্ত হইতেছে; পরক্ষণেই উন্মুক্ত গবাক্ষ হইতে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া ঘর্ম্ম-বিন্দুগুলি অপসারিত হইতেছে; বালিকার ধীর অঙ্গে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া অঙ্গস্থ বসনটি ফুর ফুর করিয়া নড়িতেছে; এমন সময়ে রাজপথে একটি সুকণ্ঠ গায়িকার গীত শ্রুতিগোচর হইল। গীত:—"প্রেম ফুল তুলতে গেলে অতল জলে ডুবতে বসি, তাই সে ফুল তুলবো না লো তুলবো না;"—

তৎশ্রবণে বালিকা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত গবাক্ষের নিকটে গেল এবং গায়িকাকে সম্বোধন করিয়া গীতটি সম্পূর্ণরূপে গাহিতে আদেশ করিল। গায়িকা সুন্দরী কামিনী, বৈষ্ণবী সাজে সজ্জিত। আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, হস্তে খঞ্জনি লইয়া বাদ্য করিতে করিতে গবাক্ষের

নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া উৎসাহভরে খেমটা সুরে এক-তালে গীতটি গাহিতে লাগিল।

গীত—কাশ্মীরি খেমটা একতালা।

"প্রেম ফুল তুল্‌তে নারি আয়লো অলি ভ্রমর কলি,
ফোটে ফুল হৃদ্-কাননে আয়লো তোরা দেখতে যাবি।
প্রেম ফুল তুলতে গেলে অতল জলে ডুবতে বসি,
তাই সে ফুল তুলবো না লো তুলব না (ও প্রেমশশী)।
আমি আপন প্রাণে হৃদয় মাঝে তুলে রাখি দিবানিশি।"

গীত সমাপ্ত হইলে সুকুমারী শ্রবণ করিয়া সেই গীতটি পুনশ্চ গাহিতে অনুরোধ করিল; বৈষ্ণবী পুনশ্চ গাহিল; এবার সমাপ্ত হইবার পর সুকুমারী গৃহ মধ্যে হইতে একটী কাগজ পেন্‌সিল আনয়ন করিয়া গীতটির প্রতি কথা বৈষ্ণবীর নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়া লইল। বালিকার গীতটি বড়ই ভাল লাগিয়াছে। সেই বৈষ্ণবী তাহাকে বলিল আমাকে বিদায় দিন্ গো মা! বালিকা তাহাকে কিঞ্চিৎ পয়সা আনয়ন করিয়া গবাক্ষ দিয়া নিক্ষেপ করিয়া বলিল "এই লও"। বৈষ্ণবী বিদায় লইয়া পুনশ্চ খঞ্জনি বাদ্য সহকারে গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

ঐ যাঃ-বৈষ্ণবী গীতটি কোথা হইতে শিখিয়াছিল জানা হইল না।

বালিকা আপন মনে সেই গীতটি গাহিতে লাগিল, সুন্দরী এক্ষণে গীত গাহিতে থাকুক। আসুন আমরা একবার বিমলানন্দ শর্ম্মার নিকট উপস্থিত হই।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দালান।

একটি দ্বিতল দালানে একটি গালিচা আসনোপরি উপবেশন করিয়া কর্ত্তা বিমলানন্দ সম্মুখস্থিত আহারীয় পাত্রহইতে অন্নভোজন কার্য্য ব্যাপৃত ! গৃহিনী করুণাময়ী পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ব্যজন কার্য্যে নিযুক্তা। গৃহিণী ইঙ্গিত পূর্ব্বক কর্ত্তাকে আহারীয় দ্রব্য সকল আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে কথোপকথন করিতেছেন।

গৃহিনী—দেখ সুকুর জন্য আমার বড়ই ভাবনা হইতেছে, তাহাকে আর ত রাখা যায় না।

কর্ত্তা—তাইত সুকুর পাত্রের জন্য কতই অনুসন্ধান কর্‌ছি ; মনোমত একটিও পাচ্ছি না, তাই এত দিন পাত্রস্থ করিতে পার্‌চি না।

গৃহিণী—কেন, তোমার ঘরেই ত বেশ যোগ্যপাত্র রয়েছে, আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে তার সঙ্গে বিয়ে দিই :—

কর্ত্তা—কে? নির্ম্মল? না—না—অমন কথা মুখে আনিও না।

গৃহিণী—কেন? নির্ম্মল ত উপযুক্ত পাত্র; ওরূপ সৎপাত্র ত দেখা যায় না, আমায় সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও বিশ্বাস যে নির্ম্মলের সহিত সুকুমারীর বিবাহ হইলে তাহারা উভয়েই পরম সুখী হইবে। ইহার আর কিছু মাত্র ভুল নাই। বরং সুকুমারীকে অন্য পাত্রে দিলে সে সে নিজে ভবিষ্যতে চির দুঃখিনী হইবে জানিও।

কর্ত্তা—তাই ত বল কি? তুমি একেবারে জ্যোতির্ব্বেত্তা আসিয়াছ দেখছি—ভূত ভবিষ্যৎ সবই বল্‌তে পার।

গৃহিণী—না গো না—সে সব কথা তামাসার নয়—যা বল্‌ছি সব সত্য ঠিক জেনো, আমি স্বয়ং সব দেখেছি—যা তাহাতে আমার বোধ হয় সুকুমারী নির্ম্মলকুমার ভিন্ন অন্য কোন পাত্রে মন করিবে না—পরে ফল বিপরীত দাঁড়াইবে।

কর্ত্তা—ওঃ বুঝেছি—তবে এখন উপায়? নির্ম্মল সর্ব্ব বিষয়েই ভাল তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার কুল পরিচয়ের ত কোন উপায় নাই অজ্ঞাত কুল বাস তাহার সহিত কিরূপে সম্ভবে? পূর্ব্বে অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, মায়াবশতঃ না বুঝিয়া অজ্ঞাত কুল শীল যুবককে গৃহে স্থান

দিয়া এক্ষণে অনেক ভোগ ভুগিতে হইবে দেখ্ছি। নির্ম্মলের কুল কিনারা অদ্যাপি সন্ধান পাইলাম না—কি করি, এক্ষণে কি সুকুমারীকে নির্ম্মল হস্তে সমর্পণ করিব? তাহাতে আমার আপত্তি ছিল না—একটা মেয়ে—তাই ত কিন্তু—

গৃহিণী—ঐ কিন্তু—আমিও তাই ভাবছি।

কর্ত্তা—অসম্ভব।

গৃহিণী—যাহা ভাল বুঝ কর, কিন্তু আমার মেয়েকে অপাত্রে দিয়ে যেন না হারাই। নির্ম্মলের কুল সন্ধান কোন রূপে জানিতে হইবে।

কর্ত্তা—তাই ত বিষম সমস্যায় পড়িলাম দেখ্ছি। যাহা হউক এক্ষণে নির্ম্মলকে দিন কতক স্থানান্তরিত করিতে হইবে। তার পর যাহা হয় বুঝা যাইবে। নির্ম্মল সুকুমারীর অদ্য এক সঙ্গে থাকা যুক্তি সঙ্গত নহে।

এই বলিয়া কর্ত্তা হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিতে উত্থান করিলেন; আচমনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে নিম্নে বহির্গৃহে প্রস্থান করিলেন।

কর্ত্তা ও গৃহিণী সর্ব্বশেষ আহার করেন, এক্ষণে কর্ত্তার আহার হইল, গৃহিণী ভোজনদ্রব্যাদি লইয়া আহারে উপবেশন করিলেন।

পট পরিবর্ত্তন।

বৈঠকখানা।

কর্ত্তা বিমলানন্দ নিম্নতলার বহির্ভাগের একটি গৃহে তাকিয়া হেলান দিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে সম্মুখস্থ আলবোলার নল মুখে রাখিয়া ধূমপান করিতে করিতে একমনে গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাম্রকূট সেবনে মস্তিষ্কের চিন্তাগুলি একে একে আসিয়া, বহুতর রূপে গাঢ় ভাব ধারণ করিতেছে; ধূম যতই গাঢ়তর হইতেছে সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় চিন্তারাশি মনোমধ্যে উত্থিত হইতে লাগিল। গৃহটি সুসজ্জিত; দেওয়ালের চতুস্পার্শ্বে কতকগুলি দেবদেবীর বৃহদাকার প্রতিমূর্ত্তি ঝুলিতেছে নিম্নে ফরাস বিছানা সাদা ধপ্ ধপ্ করিয়া গৃহ উজ্জ্বল রাখিয়াছে। তদুপরি বাদ্যযন্ত্রাদি ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে; একপার্শ্বে একটি টেবিল হারমোনিয়ম রক্ষিত ছিল। অপর পার্শ্বে দুইটি বড় বড় কাচনির্ম্মিত আলমারী; তন্মধ্যে বাঁধান পুস্তকগুলি সুরক্ষিতভাবে অবস্থিত। বিমলানন্দ শর্ম্মা তামাকু সেবনে ব্যস্ত; ক্রমশঃ ধূম

ক্ষয়প্রাপ্ত হইল; আলবোলার নল পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্মুখস্থ সংবাদপত্রে মন নিবিষ্ট করিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চচল্লিশ বৎসর দেহ উন্নত; বিশাল বক্ষঃস্থল; ললাট সুপ্রশস্ত; মুখশ্রী সুন্দর। তিনি গম্ভীর প্রকৃতি ও সরল প্রাণ; শশ্রুগুম্ফ ও মস্তকস্থ কেশগুলি অর্দ্ধ-শ্বেতবর্ণে ভূষিত হইয়া প্রবীণ বয়সের পরিচয় দিতেছে। বিমলানন্দ সংবাদপত্রে মন নিবিষ্ট করিলে ও তিনি তাহার পূর্ব্ব চিন্তাটিতেই মগ্ন। এমন সময় গৃহের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় এক জ্যোতি দৃষ্ট হইল; চকিতের মধ্যেই একটি দিব্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। আগন্তুককে দেখিয়া বিমলা-নন্দ সাদর সম্ভাষণে উপবেশন করাইলেন। সন্ন্যাসী মহাপুরুষ বিশাল লোচনদ্বয়ে যেন প্রেম করুণা এবং জ্যোতি প্রস্ফুরিত হইতেছিল। তিনি সুপুরুষ, যেন চির-যৌবন মনে হয়।

সন্ন্যাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; খপর ভাল ত? তুমি এরূপ চিন্তাক্লিষ্ট মনে রহিয়াছ যে? তোমার শরীরে অসুখ হয় নাই ত?

বিমলানন্দ—মহাশয়! আপনি ঠিক অনুমান করেছেন,

আমি শারীরিক অস্সুস্থ নহি, কিন্তু মানসিক চিন্তায় বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। আমি কন্যাদায়গ্রস্থ হইয়া বিষম উদ্বিগ্ন হইয়াছি ; আমরা সংসারী জীব, সামান্য কারণেই ব্যস্ত হয়ে পড়ি, কন্যাটি বয়প্রাপ্ত হয়েছে, অথচ বিবাহ দিবার মনোমত পাত্র কোথাও পাইতেছি না।

সন্ন্যাসী (স্বগতঃ) পাত্র ত পাইবেন না—তোমার কন্যা দেবী, মানবী নহে ; অতএব তাহার পাত্র কোন দেবতা, এই ধরাধামে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছেন। (প্রকাশ্যে) ভাল তোমার কন্যাটিকে একবার ডাকাইয়া আন। সন্ন্যাসী বিমলানন্দের গুরু। বিমলানন্দ বহু-দিবস পরে গুরুসাক্ষাৎ লাভ করিয়া কাতরভাবে বলিলেন "আপনি একটি ব্যবস্থা করুন, এখনি তাহাকে আনি-তেছি।" এই বলিয়া ত্র্যস্তভাবে উত্থিত হইয়া অন্দর মধ্যে গমনপূর্ব্বক পুনশ্চ কন্যাসমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিলেন। সন্ন্যাসী সমীপবর্ত্তী হইয়া কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ; সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ হস্তোত্তলন করিয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন। (স্বগতঃ) মা ! তুই কে মা ! এই পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করে-ছিস, মা ! আজ আমি তোর মনভোলান ভুবনমোহিনী

রূপ দর্শনে বড়ই শান্তিলাভ করিলাম; এই অধম সন্তানকে মনে রাখিস মা! মা! এই ধরাতলে এসে নিজেকে নিজে চিন্তে পাচ্ছিস না। মায়াঘোরে মুগ্ধ হয়ে আছিস মা! কিন্তু আমাকে লুকাইতে পারবি না মা! মা! আনন্দময়ী! লক্ষ্মীস্বরূপিণী! শান্তি-ময়ী তোর খেলা এই অধম সন্তান এখনও বুঝছে না মা! তুই কি ভাবে কি করিস কিছুই বুঝি না মা!

এইরূপে মনে মনে ভাবিলেন ও সেই পরমাসুন্দরী বালিকাটির প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন যথার্থই দিব্যাঙ্গনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মুখ ও চক্ষু অতি পবিত্র, এরূপ এজগতে দৃষ্ট হয় না। মানবী না দেবী! যথার্থই দেবী। (প্রকাশ্যে) মা! কেমন আছিস্ মা! তৎশ্রবণে সুন্দরী অধোদৃষ্টিপূর্ব্বক অধোবদনে বলিল "আপনার আশীর্ব্বাদে সব ভাল আছি; আপনি ভাল আছেন ত?

সন্ন্যাসী—হাঁ মা! ঈশ্বরেচ্ছায় সব মঙ্গল। তোমায় একবার দেখবো বলে ডাকিলাম।

বালিকা—আপনি এখানে আসিলেই অমনি আহারাদি না করিয়াই চলিয়া যান—কিন্তু আজ আপনাকে থাকিতে হইবে। কোথায় থাকেন তাহাও কেহই জানেন না।

সন্ন্যাসী—সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, এস মা এখন। আমি অন্য দিন আসিব, কিন্তু সময় পাই না। (বিমলানন্দের প্রতি) দেখ তোমার কন্যাটিকে দেখিয়া বড়ই তৃপ্ত হইলাম। "এমন সময় বালিকা ধীরে ধীরে গৃহ হইতে প্রস্থান করিল।

সন্ন্যাসী—পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, তোমার কন্যাটি সাক্ষাৎ দেবী জানিও। উহার জন্য তোমার ভাবিবার কোনই আবশ্যক নাই।

বিমলানন্দ—গুরুদেব! কে উহার স্বামী হইবে? তাহা জানিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠ্‌ছে। আমাকে বলিয়া দিউন।

সন্ন্যাসী—উহার একটি লক্ষণ যাহা দেখিলাম তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে কন্যার বিবাহ দিন বা বিবাহ হইলেই কন্যা জামাতা নিরুদ্দেশ হইবে। সুতরাং তোমার ভাবিবার কোনই আবশ্যক নাই।

বিমলানন্দ—বলেন কি? তবে ত কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছাও নাই, যাহাতে তাহার বিবাহ না হয় সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিব। অদ্যই নির্ম্মলকে এস্থান হইতে বিদায় করিতে হইবে—কি জানি।

সন্ন্যাসী—মনে মনে বুঝিলেন ও প্রকাশ্যে বলিলেন, ভগবান মঙ্গল করুন। দেখ পবিত্র প্রেম পবিত্র দম্পতিতেই থাকে ; তাহাতে কোনরূপ অনিষ্ঠের কারণ হয় না। যদি কোন দম্পতি পরস্পর পরস্পরের পবিত্র প্রেমে বদ্ধ হইয়া থাকে ; তাহা হইলে সহস্র বাধা ব্যতিক্রম সত্ত্বেও সেই পবিত্র দম্পতির প্রেমের বিশৃঙ্খল হইতে পারে না। সে প্রেম অনির্ব্বচনায়, সে প্রেম বাঞ্ছনীয়। ইহাতে জগতের হিতসাধন হইয়া থাকে। যেমন সাবিত্রী সত্যবান ইত্যাদি।

বিমলানন্দ—গুরুদেব ! এখন কি উপায় অবলম্বন করি ? কন্যাকে লইয়া কি করি ?

সন্ন্যাসী—তাই ত নির্ম্মলের কুলের কোন তথ্যানুসন্ধান পাইব না, দেখি যদি—সন্ধান পাই তোমাকে খপর দিব।

বিমলানন্দ—তাহলে বড়ই ভাল হয়। সকলেরই ইচ্ছা যে নির্ম্মলের সহিত সুকুমারীর বিবাহ হয়।

সন্ন্যাসী—যাহা মা'র ইচ্ছা, তাহাই হইবে ; আমরা আর কি করিতে পারি, তবে মানুষের সাধ্যানুসারে কর্ম্ম করা ও সহায়তা করা হয় মাত্র। মহাত্মাগণের শরণাপন্ন হও, ভগবতীর কৃপায় তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

কিন্তু অধীর হইয়া কার্য্য করিলে কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। যতদূর পারিবে কর্ম্মফল নির্ভর করিও ; আর এক্ষণে আমি বেশী কিছু বলিতে চাহি না ; তবে মনস্থির করিয়া রাখিবে, তুমি জানিও বিবাহাদি কি কোন কার্য্যেরই তুমি কর্ত্তা নহ।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃকর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। গীতা।

প্রকৃতির গুণের দ্বারা কর্ম্ম হইয়া থাকে, সুতরাং প্রকৃতিই কর্ম্মকর্ত্তা। এ বিবাহও তুমি দিবে না ইহাও নিশ্চিত। যাহাহউক আমি এখন চলিলাম। এই দুই একটি কথা বলিয়া সন্ন্যাসী ধীর পাদবিক্ষেপে গৃহদ্বারাভিমুখে চলিলেন ; বিমলানন্দ পশ্চাৎ অনুগমন করিয়া বহির্ভাগ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন ও গুরুকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিলেন। সন্ন্যাসী শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি কখনও শিষ্যবাটী বা গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় লন না, তজ্জন্য অনতি-বিলম্বেই নিজ আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি কোথায় থাকেন বা কোথায় আশ্রম, তাহা কেহই জানেন না ও কাহাকেও বলেন না। জীব হৃদয়ে ব্যাকুলতা আসিলে তিনি মহাত্মারূপে আপনি আসিয়া শিষ্য করিয়া রাখেন।

তৃতীয় অঙ্ক।

উদ্যান।

দম্পতি প্রণয়।

(নির্ম্মল ও স্নুকুমারী আসীনা)।

নির্ম্মল। স্নুকু, আজ মন বড়ই অস্থির হইতেছে, তোমাকে ছাড়িয়া দেশান্তরে যাইতে হইবে। বল স্নুক বল, তুমি আমাকে ভুলবে না ত ?

স্নুকুমারী। কেন ভুলবো ? তোমাকে কি জীবনে কখনও ভুলতে পারি, না পারবো ; আমরা চিরকাল একসঙ্গে অনেকদিন কাটাইতেছি, আমার প্রাণ যে তোমার জন্য সর্ব্বক্ষণই ব্যস্ত থাকে, যখন তোমাকে না দেখিতে পাই তখন আমার মনটি বড়ই ছট্‌ফট্ করে। বালিকা অকপটে হৃদয়দ্বার উদঘাটন করিয়া যুবক নির্ম্মলের নিকট এই কথাগুলি বলিতে কুন্ঠিত হইলেন না।

নির্ম্মল। তবে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। স্নুকু, আমি অহোরাত্রি তোমারই জন্য ভাব্‌ছি, ভগবান আমাদের অদৃষ্টে কি যে করিবেন তাহা ত জানি না। মনে মনে

তোমারই ছবি আমার হৃদয় পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি তুমিই আমার স্বপ্ন—তুমিই আমার জাগরণ, তুমি আমার সুষুপ্তি, ইহা তুমি জানিও। আমি ফিরিয়া আসিয়া যদি তোমার বিবাহ দেখি ?

সুকুমারী। নিস্তব্ধভাবে কেবল মাত্র একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল যেন নিরাশ ভাব তাহাতেই প্রকাশ করিল, কিন্তু মনে মনে যেন একছড়া মালা কাহার গলে পরাইল এবং চকিতের মধ্যেই হস্তস্থিত মালা ছড়াটি নির্ম্মলের গলদেশে পরাইয়া দিল পরক্ষণে নতভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া রহিল, বালিকা যেন ভীতা যেন কি এক অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিল—বালিকা পুনশ্চ ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় উঠাইয়া নির্ম্মলের মুখের প্রতি অশ্রুপূর্ণ লোচনে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল, যেন তাহাতে সলজ্জ প্রেম মাখান রহিয়াছে। চারি চক্ষু একত্রে মিলনে নির্ম্মল কুমার চকিতের ন্যায় প্রফুল্ল চিত্তে সেই মালা-ছড়াটি নিজ গলদেশ হইতে উন্মোচন করিয়া পুনশ্চ সুকুমারীর গলদেশে পরাইয়া দিলেন এবং তাহার হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন “সুকু মনে থাকে যেন ভূলো না আমি এক্ষণে চলিলাম।—এই বলিয়া তাহার মস্তকটি

নিজ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া রাখিলেন। যে দিবস তাহারা এই উদ্যানের একটি প্রান্তে উপবেশন করিয়া এইরূপে কথোপকথন করিতেছিল সে দিবস পৌর্ণমাসী।

পূর্ণিমায় চন্দ্র আকাশে হাসিতেছিল। কিন্তু অনতি বিলম্বেই একখানি মেঘ আসিয়া চন্দ্রকে ঢাকিল। মেঘ ছিদ্র শূন্য, অনন্ত বিস্তারী, জলপূর্ণতার জন্য ধূমবর্ণ তাহার তলে অন্ধকার—অনন্ত অন্ধকার, সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার তাহাতে নদী উপকুলস্থ উদ্যানটি ভীষণরূপ ধারণ করিল, নদী নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে কেবল কল কল পৎ পৎ তর্ তর্ শব্দ হইতেছে। উহারা উভয়ে নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পান না তাঁহারা কিরূপে পথ চলিবে ভাবিতেছে। নির্ম্মল সুকুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—সুকুমারী কিরূপে তোমাকে এক্ষণে বাটীতে রাখিয়া আসি, পথ দূরে আমরা বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আর একটু যাইলেই নদী। সুকুমারী অন্ধকার দেখিয়া ভীতা হইল, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ সাহস যে সে নির্ম্মল কুমারের নিকট আছে, সে বলিল, "দেখ হৃদয়েশ্বর! তোমার কাপড় দিয়া আমার ও তোমার হাত বাঁধ।" তাহাই হইল,

নির্ম্মল সুকুমারীর হস্ত নিজ হস্ত সংলগ্ন করতঃ বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিল। উভয়ে ভীত ভাবে দণ্ডায়মান রহিল এমন সময় বিদ্যুৎ চমকাইল, মেঘ ভয়ঙ্কর শব্দে পৃথিবী কাঁপাইল উপর্য্যুপরি কড়্ কড়্ শব্দে গর্জ্জন করিল তাহারা চমকিত হইল, কিন্তু পরক্ষণে তাহারা বিদ্যুতালোক, সাহার্যে পথ ধরিল—সে পথ ধরিয়াই—হরি হরি! এযে নদী সৈকতে আসিয়া উপনীত হইল তখন কি করে! সম্মুখের ঘাটেই একখানি নৌকা বাঁধা ছিল, বৃষ্টি পড়িতেছিল তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া কত ভিজিবে—ভিজা সঙ্গত নহে, অগত্যা নৌকামধ্যেই উভয়ে আরোহণ করিয়া উপবেশন করিল।

সুকুমারী। আজ কি বিপদ! কি অন্ধকার! আমার কেমন ভয় হচ্ছে যেন তোমায় না হারাই।

নির্ম্মল। না সুকু, ভয় কি? বৃষ্টি থামিলেই জ্যোৎস্না উঠিবে আজ যে পূর্ণিমা তিথি। তখন আমরা বাড়ী ফিরিব।

এমন সময় গম্ভীর নিনাদে একটি দৈববাণী হইল "বৎসগণ সাবধান।" এই শব্দ তাহাদের শ্রুতিগোচর হইল অথচ স্পষ্ট শুনিতে পাইল না বা বুঝিতে পারিল না।

সুকুমারী। আজ যে বৃষ্টি থাম্‌বে আমার বোধ হয়

না। বড়ই মেঘ, ঝড় হচ্ছে আমাদের আজ বড়ই বিপদ। ঝড় দ্বিগুণ বাড়িতেছে। সত্য সত্যই দেখিতে দেখিতে এতই প্রবল বায়ু উঠিল যে ঝটিকাঘাতে নদীর তুফান অত্যন্ত প্রবল হইয়া নৌকাখানিকে দোদুল্যমান করিল। অকস্মাৎ নৌকাখানিকে তীর হইতে বহুদূরের জলে উড়াইয়া লইয়া গিয়া তরঙ্গাঘাতে জলমগ্ন করিয়া দিল। আহা কি সর্ব্বনাশ হইল তাহারা ভীতভাবে নৌকাখানিতে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল। আহা তাহাদের কি দশা ঘটিল! এ যে জন মানবহীন নদী বক্ষ। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে নির্ম্মল কুমার দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক ও সুকুমারী ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কা বালিকা। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিয়াছিল সুতরাং পরস্পর একত্রে বাস না করিলে বড়ই কষ্টানুভব করিত। এই উদ্যানে তাহারা একত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে এই নদী সৈকতে আসিয়া জলমগ্ন হইল।

যুবক নির্ম্মল কুমার সুপুরুষ। তাহার রূপরাশি অপূর্ব্ব সৌন্দর্যে গঠিত ও প্রকাশিত। উভয়েই অবিবাহিত বটে কিন্তু আমরা পূর্ব্ব চিত্রে শুভক্ষণে শুভলগ্নে গান্ধর্ব্ব বিবাহ দেখিয়া আসিলাম। সন্ন্যাসী, বিমলানন্দকে যাহা বলিয়াছিলেন—তাহাই ঘটিল। বালিকার পিতা একেবারেই

বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক তজ্জন্য নির্ম্মলকে দেশান্তরে যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন ; তাই আজ নির্ম্মল ও স্থকুমারী উভয়ে পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া অনেকক্ষণ যাবৎ কথপোকথনে মগ্ন ছিল। রাত্রি হইয়াছিল ভ্রূক্ষেপ নাই অবশেষে ভয়ানক ঝড় ও জলে নৌকারোহণে উভয়েই জলমগ্ন হইয়াছে। জানি না ঈশ্বরের কৃপা কিরূপ ? আমরা ক্ষুদ্র মানব মাত্র, তাঁহার কৃপার কণা মাত্র লাভ করিয়া তাঁহার অসীম কৃপা কিরূপে বুঝিব ? তাঁহার মহিমা অথবা তাঁহার স্বরূপ কি ? কে জানে ? তবে আমরা সংসারে থাকিয়া সংসারী হইয়া সমস্ত বিপদকে বক্ষে ধারণ করিয়াও যেন তাহাকে অবজ্ঞা না করি, এবং তিনি যে মঙ্গলময় তিনি যে নিরন্তর আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন এইটুকু যেন বুঝিতে শিখি।

এস পবিত্র দম্পতি তোমরা তোমাদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করতঃ পরস্পর পরস্পরকে পবিত্র ভালবাসা প্রণয়, প্রেমপূর্ণ আহুতি দিয়া প্রকৃত আত্ম সমর্পণ করিতে শিখিয়াছ এক্ষণে আমাদের সংসারকে সেইরূপ আত্ম সমর্পণ করিতে শিক্ষা দিবে চল।

চতুর্থ অঙ্ক।

দম্পতি উদ্ধার।

ভাগীরথী তীরে। গঙ্গানদী কল্ কল্ কুল্ কুল্ করিয়া আপন মনে উদাস প্রাণে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, কাহারও কথা শুনে না, কেবল তালে তালে বীচিমালা ধীরে ধীরে কল্ কল্ পত্ পত্ তর্ তর্ শব্দে নাচিতে নাচিতে তীরে আসিয়া লাগিতেছে কোন উদ্দেশ্য নাই কেবল আসিতেছে পুনশ্চ ফিরিতেছে যেন অনন্তে মিশিয়া যাইতেছে। মৃদু মৃদু মলয় পবনে স্থানটিতে একটি পবিত্র শান্তি আনয়ন করিতেছে এইরূপ স্থানে থাকিয়া যদি কেহ এই দৃশ্যটি দর্শন করেন, তাহলে প্রাণ পুলকিত ও শীতল অনুভব করিবেন, সংসারের মরীচিকাময় দুঃখনিপীড়িত স্থান কিয়ৎক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নিস্তব্ধভাবে কেবলমাত্র উপবেশন করিলেই দেখিতে পাইবেন কি শান্তি! কি স্থানের মাহাত্ম্য! সেই জন্য বুঝি লোকে তীর্থ স্থান অনুসন্ধান করে? আহা! স্থান মাহাত্ম্য অতি পবিত্র। কলুষিত মনের উন্নতি বর্দ্ধন করে। প্রকৃতির

শোভাগুলি কি মনোরম! ভাগীরথীর পশ্চিমকুল হইতে পূর্ব্বদিকের আকাশ প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, ভানু কেমন লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া যেন নদী বক্ষ হইতে ধীরে ধীরে উর্দ্ধে আকাশমার্গে উত্তীর্ণ হইয়া হাসিতে হাসিতে যেন বলিতেছে এই প্রাতঃকাল। কমলদল তৎশ্রবণে জল হইতে মস্তক উত্তোলন করতঃ হাস্যপূর্ব্বক মুখ বিস্তার করিয়া নিজ সদগন্ধে পার্শ্বস্থ স্থানটি মাতোয়ারা করিল। অমনি কোথা হইতে ভ্রমরগণ তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে আসিয়া গুণগুণ রবে তাহাদের তোষামদ করিতে আরম্ভ করিল।

প্রাতঃকাল আকাশ পরিষ্কার মেঘ নাই, ঝড় নাই প্রকৃতি শান্তভাবে সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিতেছে। জগত পুলকিত। জগত জাগ্রত। পক্ষীগণ কলরব করিতেছে, জীবগণ আপন আপন কর্ম্মে ধাবিত। বড় মধুর সময় প্রাতকাল—এই সুসময়ে অদূরে তীরে ক্ষুদ্র অরণ্য-বেষ্টিত একটি অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের সম্মুখে যোগাসনে উপবিষ্ট উনি কে? জনৈক যোগী-বর; তিনি এই সুসময়েরই প্রকৃত সৎকর্ম্মে নিযুক্ত; যথার্থ কর্ম্মী কি উনি নহেন? এই কর্ম্ম কি প্রকৃত কর্ম্ম

নহে? নিত্য কর্ম্মই হলো এই; যোগী নিবিষ্ট মনে, যোগী নিশ্চিন্ত মনে, এই মহাযোগী দর্শনে কাহার মন শান্তিরসে আপ্লুত না হয়? পর্ণকুটীরটী দ্বিভাগে বিভক্ত। যোগীবর কুটীর অভ্যন্তরে গমন করিয়া ও পুনশ্চ বাহির হইয়া আসিলেন ও কি-সঙ্গে উহারা কাহারা? একটি যুবক ও একটি বালিকা ইহারাইত জলমগ্ন হইয়াছিল। হাঁ, যোগীবর ইহাদের উদ্ধার করিয়াছিলেন। যোগীবর আসিয়া পূর্ব্বস্থানে উপবেশন করিয়া তাঁহাদের উভয়কে বসিতে আজ্ঞা করিলেন উভয়েই তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন—উভয়েই নীরব। যোগীবর আমাদের নিত্যানন্দ স্বামী। তিনি এই স্থানে দীর্ঘকাল যাবৎ এই পর্ণ-কুটীরে আশ্রয় লইয়াছেন, ইহাই তাঁহার যোগাশ্রম। তিনি প্রফুল্লচিত্ত ও তাঁহার মুখখানি সদাই হাস্যপূর্ণ। সমস্ত কেশগুলি শ্বেতবর্ণ, বর্ণ গৌর। তাঁহাকে দর্শন করিয়া উভয়ে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন—যোগী-বর তাঁহাদের উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া উত্থান করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা উত্থানপূর্ব্বক উভয়েই পুল-কিত ও আশ্চর্য্যভাবে যোগীবরের বদন প্রতি স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ মৌনভাবে উপবেশন করিয়া রহিল।

তদ্দর্শনে স্বামীজি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন শুনি আসুন।

স্বামীজি—বৎস! বৎস! অদ্য তোমরা ঈশ্বর কৃপায় এই পর্ণকুটীরে মৎসমীপে কিরূপে আসিয়া পড়িয়াছ তাহা তোমরা কিছু স্থির করিতে পারিতেছ না তজ্জন্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ বোধ হয়?

নির্ম্মল—হাঁ প্রভু! (সাশ্চর্য্যে)।

স্বামীজি—বৎস নির্ম্মল! মা সুকুমারী! তোমাদের শরীর এক্ষণে কেমন বোধ হচ্ছে?

নির্ম্মল—প্রভু! ভগবন্! আপনার কৃপায় আমাদের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ হচ্ছে! প্রভু! আপনি আমাদের বড়ই পরিচিত বলিয়া বোধ হচ্ছে!

সুকুমারী—ভগবন্! সত্যই আপনি আমাদের বড়ই পরিচিত বলিয়া বোধ হচ্ছে; কিন্তু ইহজন্মে ত কখনও আপনার সাক্ষাৎলাভ হয় নাই। এই প্রথম সাক্ষাৎমাত্র। প্রভু! আমাদের সন্দেহ দূর করুন।

নিত্যানন্দ—বৎস নির্ম্মল, মা সুকুমারী তোমরা যথার্থই অনুমান করিয়াছ; তোমাদের নিকট আমি অতি পরিচিত, এবং তোমাদের উভয়ের পরস্পরের অতি

পবিত্র ও দীর্ঘকাল যাবৎ প্রেম আমি দর্শন করিয়া প্রকৃতই শান্তিলাভ করিতেছি—তোমরা কে? আমাকে বলিতে পার?

নির্ম্মল—ভগবন! আপনার অবিদিত কি আছে? আপনি অন্তর্য্যামী কিন্তু আপনি আমাদের যে নাম ধারণ করিয়া ডাকিলেন তাহাতেই আমার নাম স্মরণ হইল। আমিও এই বালিকা উভয়ের পরস্পরের একটা বন্ধনাবস্থায় আছি—তাহাই কেবলমাত্র জ্ঞান রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন আমাদের আর কিছুই স্মরণ হয় না।

স্বামীজি—প্রকৃত তাহাই। তোমাদের স্মরণ না থাকিবারই কথা, প্রবাদ আছে—যে জলমগ্ন হইবার পর বহুক্ষণ যাবৎ অচৈতন্য অবস্থায় থাকিলে আর পূর্ব্ব কথা স্মরণ থাকে না তাহা আশ্চর্য্য নহে।

নির্ম্মল—প্রভু! আপনি কে? আপনাকে দর্শন মাত্রেই আমার মন সম্পুর্ণরূপে আপনার পদে ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছে কেন? আপনার কি ঐশী শক্তি, যে আপনার দর্শনে আমার এক অসীম ভক্তি আপনার প্রতি আবির্ভূত হইতেছে।

স্বামীজি—তোমাদের জন্য আমার প্রাণ ও সদাই

ব্যস্ত থাকে, তোমাদের স্বর্গীয় ভক্তি যোগে আমার মন আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে, আমি সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র তোমাদের গুরু নামে খ্যাত। তোমাদের অতি শীঘ্রই গুরুদর্শনের সময় উপস্থিত হইয়াছিল তজ্জন্য অদ্য ভগবান মৎ সমীপে আনীত করিয়াছেন। তোমরা শুনিয়া থাকিবে যখন গুরু-দর্শনেচ্ছা একান্ত মনে জাগরিত হয় তখন গুরুর গুরু ভগবান গুরুর সমীপে তাহাদিগকে আনয়ন করেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে যখন গুরু দর্শনের সময় উপস্থিত হইয়াছিল তখন তাঁহার গুরু রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন; কে গুরু তিনি কিছুই জানিতেন না—বৎস! এ সকল পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল-জনিত সুকৃতি থাকা বশতঃ তোমরা ও তোমাদের গুরু সাক্ষাৎ লাভ করিতেছ। বৎস নির্ম্মল! মা সুকুমারী! তোমাদের কল্যাণের জন্যই আমি সর্ব্বদাই ব্যস্ত রহিয়াছি। কল্য রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আমার হৃদয়ে তোমাদের যুগল মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল দেখিলাম তোমরা উভয়ে উভয়ের হস্তে বস্ত্র বন্ধন করতঃ এই ভাগীরথী তীরস্থ জলে আসিয়া ভাসমান হইতেছ। আমি তৎক্ষণাৎ কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া তোমাদের উভয়কে তীর হইতে

আনয়ন করিয়া বক্ষে উত্তোলন পূর্ব্বক এই কুটীরে তোমাদের সেবা করিলাম। তাহাতে তোমাদের পূর্ণ চৈতন্য লাভ হইল।

তোমাদের উপর কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমি কে? সামান্য জীব মাত্র।

সুকুমারী—ভগবন্! আপনি তআমাদের রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে আমরা এত অল্প সময় মধ্যে কিরূপে সুস্থ হইলাম?

স্বামীজি—সকলই তাঁহার ইচ্ছা, তিনি একমাত্র জীবের মঙ্গল সাধন করেন। আমরা কেবল আমাদের কর্ত্তা মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হই। মা! শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্ তিনি যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অবতাররূপে জীবগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন—এবং তাঁহার প্রকৃতির গুণেতেই কর্ম্ম চলিতেছে তাহা তিনি বুঝাইয়া দেন। তাহা তিনি গীতাতে বলিতেছেন—

প্রকৃতে ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তারহমিতি মন্যতে॥ গীতা।

প্রকৃতির গুণের দ্বারা কর্ম্ম চলিতেছে, অহঙ্কারের বশে কেবলমাত্র আমরা করিতেছি এই জ্ঞানেই আমরা

আমাদের মূর্খতার পরিচয় দিই মাত্র। বেশ করে বুঝে দেখ অহঙ্কার মানে কি? আমি করিতেছি এই জ্ঞানই মোহ সেই মোহান্ধকারে যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি বড়ই ভ্রমে পতিত হইলেন ও সত্যের জ্ঞানালোক নির্ব্বাণ করিলেন। তাঁর সেই মোহান্ধকারই অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের বশে জীব মাত্রেই বদ্ধ, সেই বদ্ধ হইতে মুক্ত হইতে হইলে অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিতে হইবে। অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যফল সেই করুণাময় ভাগবৎপদে সমর্পণ করিতে হইবে। তবে তিনি মুক্ত হইতে সমর্থ হইবেন।

সুকুমারী—কর্ম্মফল মানে কি?

স্বামীজি—কর্ম্ম করিলেই তাহার একটি ফল লাভ করিয়া থাকি। কর্ম্ম করিলেই তাহার এক ফল উৎপন্ন হয়। মনে কর তুমি এক সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাহার ফলে তোমার হৃদয়ে একটি সততার বীজ বপন করিলে বুঝিও এই বীজবপনে সত্যের আলোকে আলোকিত হইলে ও জ্ঞানমার্গ লাভ করিলে এই লাভই এই কর্ম্মটির ফল।

সুকুমারী—বুঝিলাম। কর্ম্মের পারিতোষিক।

স্বামীজি—হাঁ, কিন্তু এই পারিতোষিক লাভ করিয়া

যদি তোমার চৈতন্য হয়, তুমি বুঝিবে যে এ পারি-তোষিকও তোমার নহে যিনি করিতেছেন, ইহা তাঁহারই পারিতোষিক; কারণ তোমার চৈতন্য জ্ঞানে তুমি কর্ম্ম-কর্ত্তাই নহ, তবে যদি তুমি অহঙ্কারবশে কর্ম্মকর্ত্তা হও তাঁহলে সেই কর্ম্মফল তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে এবং তোমার কর্ম্মগুলি বা কর্ম্মফল সমস্তই অপর এক-জনের উপর নির্ভর করিতে পার তাহলে কর্ম্মফল জন্য তুমি দায়ী হইবে না। কিন্তু জীবমাত্রেই কর্ম্মফল ভোগের জন্য অন্যের উপর কর্ম্মফল নির্ভর করে না সেই জন্য জীব জন্মের পর জন্মজন্মান্তর এইরূপে নিয়তই এই সংসারে ফলভোগের জন্য আসা যাওয়া করিয়া থাকে, ইহার কারণ অহঙ্কার। তুমি যদি সকল কর্ম্মের ফল ভগবচ্চরণে অর্পণ করিতে সক্ষম হও তাহলে তুমি আর বন্ধের কারণ নহ, তখন তুমি মুক্ত হইবে জানিবে। জীব মাত্রেই বদ্ধ, জীব মুক্ত হইলেই শুদ্ধ অর্থাৎ শিব।

নির্ম্মল—কর্ম্মফল গুরুপদে সমর্পণ করিয়া অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিতে হয়; এই অহঙ্কারই সর্ব্বনাশের মূল—আমরা এমন গুরু সাক্ষাৎলাভে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান

করিতেছি, এই শিক্ষালাভে বঞ্চিত না হই। আমরা অহঙ্কার বিনাশ শিক্ষার্থে জগতে আসিয়াছি।

স্বামীজি—দেখ! কর্ম্মফল বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। আমরা জন্ম, জন্মান্তর অনেক কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি সেই সর্ব্বকর্ম্মেরই একটি একটি ফল ও আছে; এই ফলগুলি ভোগ করিবার জন্য আমরা বারে বারে সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদের স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর আমরা সেই সকল কর্ম্মের ফলগুলি সঙ্গে করিয়া আনি। আমাদের জীবিতাবস্থায় আমরা যে সকল কর্ম্মগুলি করিয়া আসিয়াছি। সেই কর্ম্ম সমষ্টি একটি একটি কর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া আমাদের অজ্ঞাত সারে অতি গুপ্তভাবে আমাদের মহাকাশে চিত্রিত হইয়া একটি একটি আকার সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহাই শাস্ত্রোক্ত চিত্রগুপ্ত নামে কথিত (অর্থাৎ গুপ্তভাবে যাহা চিত্রিত হইয়া থাকে তাহাই চিত্রগুপ্ত। এই চিত্রগুপ্তে সর্ব্বপ্রকারই কর্ম্মের রূপ (আকার) সৃষ্টি হয় ও আমরা যে শক্তিটুকু ব্যয় করিয়া যে কর্ম্মটি সম্পন্ন করি সেই শক্তি বা (Energy) ঐ রূপের প্রাণস্বরূপ হইয়া থাকে, তজ্জন্য আমরা আমাদের কৃত কর্ম্মগুলি সপ্নাবস্থায় অনেক সময় দেখিয়া থাকি কারণ

সেই সজীব কর্ম্মগুলি চিত্রাকাররূপে আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পায়। আমরা সৎ, অসৎ যেরূপ কর্ম্মই করি না কেন, প্রতি কর্ম্মেরই সেই প্রকারের রূপটি আমাদের মহাকাশে সজীব ভাবে চিত্রিত হইয়া যায়। এই রূপে আমাদের প্রতি চিন্তা কণা গুলি পর্য্যন্ত ও যে একটি একটি কর্ম্ম তাহা ও বুঝিতে হইবে।

নির্ম্মল—এখন, আমরা বুঝিতেছি যে আমরা আমাদের প্রকৃতির বশে কর্ম্ম করিয়া থাকি; সেই কর্ম্ম রূপ ধারণ করে এবং এইরূপ কর্ম্মটির শক্তি বা (Energy) হইতে রূপের সজীবত্ব প্রাপ্তি হয় এবং চিত্রগুপ্ত ভাবে আমাদের মহাকাশে অঙ্কিত হয়। আর ও বুঝিতেছি কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল উৎপন্ন হয়; কিন্তু কর্ম্মের উৎপাদন কি প্রকার?

স্বামিজী—কর্ম্মের উৎপাদন আমাদের নিজ নিজ কামনা বা বাসনা উদয় হইলে আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, এই কর্ম্ম রজ গুণের আবির্ভাব ও প্রকৃতির এই গুণের দ্বারা কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির তিনটি গুণ আছে সত্বঃ রজঃ তমঃ। সত্বগুণে প্রকৃতির কর্ম্মের নিবৃত্তি, রজগুণে প্রকৃতির কর্ম্মের উৎপত্তি, ও তমগুণে প্রকৃতির কর্ম্মের

অলসতা জন্মে। আমরা প্রকৃতির রজগুণ হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি দেখিতে পাই অর্থাৎ রজগুণের প্রাধান্য; জীব মাত্রেই গুণত্রয় বিশিষ্ট, এবং রজগুণ যখন প্রবল হয় তখন জীবের কর্ম্ম করিবার কামনা হয় এই কামনাই কর্ম্মের মূল। সেই কামনা বা কাম হইতে যে কর্ম্ম উৎপত্তি হইল তৎসঙ্গে কর্ম্মের ফলও হইল। আমরা কাম বশতঃ কর্ম্ম করিলে ঐ সকল কর্ম্মগুলির ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু আমরা নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলে ঐ সকল কর্ম্মগুলির ফলভোগ করিতে হয় না। ফল প্রত্যাশী হইয়া কর্ম্ম করিলে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা হয় তবেই নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করা হয়। কাম (Desire) আমাদিগকে কর্ম্মমার্গে চালিত করিয়া আমাদের কাম্য কর্ম্ম সকল করাইয়া থাকে, সেই সকল কর্ম্ম করিতে করিতে আমরা একটি কামলোক (অর্থাৎ কামরূপ) নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। সেই কামরূপ বা কাম দেহে থাকিয়া আমরা আমাদের কৃত কর্ম্মের কর্ত্তা হই এবং কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকি। যখন আমরা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া যাই তখন সেই কামরূপে গিয়া বাস করি, সেই কাম রূপে আমাদের হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়গুলি বদ্ধ থাকে, সেখানে আর কোন কর্ম্মকরিতে সক্ষম হই না। এমন কি আমাদের

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান গুলি থাকা স্বত্বে ও আমাদের বাসনা রূপ কর্ম্ম গুলি করিতে অক্ষম; কেবল মাত্র বাসনানলে দগ্ধ হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করি। উদাহরণ দিয়া বলি শুন, সম্মুখে জল রহিয়াছে, তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি অথচ জল পান করিবার ক্ষমতা অন্যের সাহায্যে ব্যতীত যদি আমার শক্তি না থাকে তাহা হইলে যেরূপ কষ্ট হয় সেই রূপ দারুণ যন্ত্রণা হয়; তদপেক্ষা ও দারুণ যন্ত্রণা আমার কাম্য বস্তু সকল সম্মুখে থাকা সত্বে ও আমি সে সকল ভোগ করিবার কোনই শক্তি পাই না, তজ্জন্য ভোগ করিবার তীব্র বাসনা থাকায় কেবল নারকীয় দারুণ যন্ত্রণা ভোগই সার মাত্র; কারণ কাম্য বস্তু ভোগের আভাবই যন্ত্রণাময়, সে যেরূপ দারুণ যন্ত্রণা তাহা কি নরক যন্ত্রণা নহে? ফলতঃ নরক ভোগ সকলেই করিয়া থাকেন এমন কি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল ইহা ভূর্বিলোক (Astral Plane) অন্তর্গত কামলোক। এইরূপে আমরা নিজ নিজ সৎ অসৎ কর্ম্মের সৃষ্টি কর্ত্তা হই, এবং যিনি যেরূপ অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি সেই রূপ দীর্ঘকাল যাবৎ এই কামলোকে মগ্ন থাকেন, ও এইরূপে দীর্ঘকাল যাবৎ কামলোকে যাপন করিয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ

করিয়া থাকেন। কেহ কেহ দীর্ঘকাল যাবৎ যেন অনন্তকাল ব্যাপী ঐ লোকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন।

যাঁহারা কামবশতঃ সুকৃতি হন তাঁহারা ক্ষণস্থায়ী কামরূপে বাস করেন। এই নরক হইতে ত্রাণ করিবার জন্য পুত্রের আবশ্যক; কারণ পুত্রগণ পিতার উদ্দেশে শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য করিলে কামরূপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কামদেহের বিনাশার্থে মন্ত্রগুলি একটি একটি বাণ স্বরূপ নিক্ষেপ হয়। এই একটি একটি মন্ত্র--ধ্বনি-রূপ বাণাঘাতেই কামদেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। এই ধ্বনি আকাশের গুণ, সর্ব্বাকাশেই এই শব্দ ধ্বনিত হইয়া পুনশ্চ আকাশেই লয় হইয়া যায়।

সুকুমারী—যাঁহাদের সন্তানাদি নাই, তাঁহারা কিরূপে উদ্ধার হইবেন?

স্বামিজী—(শাস্ত্রে কথিত আছে পুত্র গণের দ্বারা শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু যাঁহার পুত্র নাই তাঁহার পুত্র স্থানীয় কোন ব্যক্তির উপর কর্ম্ম জন্য নির্ভর করা সঙ্গত। কিন্তু সেই আত্মীয় স্বজনের পালিত পুত্র দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইলে অপেক্ষাকৃত বিলম্বে পরিত্রাণ লাভ হয় তজ্জন্য শাস্ত্রকারগণ সন্তানহীন মনুষ্যকে পূর্ব্ব

কৃত কর্ম্মফলে দোষী বলিয়া গণ্য করেন ; কারণ পুত্র দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে যত শক্তি সঞ্চারিত হইয়া যত শীঘ্র কাম দেহ হইতে ত্রাণ লাভ হওয়া সম্ভব, অন্যের দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে তত শক্তি সঞ্চারিত হয় না তজ্জন্য অপেক্ষাকৃত তত শীঘ্র কামদেহ হইতে ত্রাণ লাভ হওয়া সম্ভব নহে। তবে যদি কোন আত্মীয়-পুত্র পিতৃ উদ্দেশে সেইরূপ ঐকান্তিক ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করেন ও সেইরূপভাবে কার্য্য করিতে পারিলে, কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু কার্য্যতঃ সেরূপ হওয়া সুকঠিন।

শাস্ত্রোক্ত পুৎ শব্দ নরক নামে কথিত আছে। এই পুৎ শব্দ হইতে পুত্র শব্দের উৎপত্তি ; এই পুৎনামক নরক হইতে যে ত্রাণ করে সেই পুত্র। এইটুকু বুঝিয়া রাখ যে, সে সমস্তই অন্তর্জগতের ক্রিয়া মাত্র। তাহা বাহিরে প্রকাশ হইয়া স্থূলে পরিণত হইয়াছে। এই নরকভোগ দীর্ঘকালই হউক, আর ক্ষণস্থায়ীই হউক পরে ত্রাণ লাভ হইলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের বীজ-টুকু লইয়া পুনশ্চ সংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগে রত থাকিতে হইবে ইহা মনে রাখিও।

সুকুমারী—ইহাতে নরকভোগ, কিন্তু স্বর্গ কিরূপ ?

স্বামীজি—এই সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম কর, অর্থাৎ কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিয়া যিনি স্বপ্রকাশ হয়েন, তিনি কামের বশে থাকেন না কারণ তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন ; এই নির্লিপ্ত ভাবটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারিলে তিনি বদ্ধ নহেন, তিনি মুক্ত হয়েন, ইহাই স্বর্গ। আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিই, এ জগতে যেমন আমরা নির্লিপ্ত ভাবটিতে থাকিয়া সুশৃঙ্খলে কায্য করিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করি। কেন না সুখ দুঃখের প্রত্যাশী না হইয়া কর্ম্ম করিয়া সেই কর্ম্মফলগুলি শ্রীভগবানের উদ্দেশে ত্যাগ করি—তাহলে আমাদের কর্ম্ম-ফলজন্য দায়ী হইতে হয় না ; যেরূপ পদ্মপত্রে জল থাকিলে পদ্মপত্রে জল লাগে না, সেইরূপ আমাদেরই কৃতকর্ম্মগুলির ফল ভোগ করিতে হয় না। এইরূপে আমাদের স্থূলের মৃত্যুর পরে ও আমাদের কর্ম্মফলানুযায়ী সেইরূপ স্থল-টিতে আসিতে সক্ষম হইব এবং সেই স্থলটি সুখ দুঃখের অতীত স্থান, শান্তিময় রাজ্যে উপনীত হইলাম বুঝিতে হইবে, ও তাহাই স্বর্গ। এই স্বর্গ বা স্বর্লোককে ইংরা-জীতে (Devachan) বলে। এ স্থলে দুঃখ একেবারেই

নাই, কেবল মাত্র সুখ। কিন্তু সুখেরও প্রত্যাশী যিনি একেবারেই নহেন তিনি স্বর্গের উপরে থাকেন সেখানে কেবলমাত্র শান্তিলাভ করেন। সুখ ও শান্তি দুইটি স্বতন্ত্র। আমরা সৎকর্ম্ম করিলাম, মনে কর পুস্তকাদি পাঠ করিব কিম্বা ধনরত্নাদি দান করিব—যাহা ভাল ভাল কাজ যাহা আমার দ্বারা সম্ভব, তাহা এই সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া করিতে সমর্থ হইলাম, কিন্তু সংসারে থাকিয়া সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলাম না, কারণ যখন আমি অক্ষম, কিন্তু আমার দ্বারা সম্ভব হইলে আমি তাহাও করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যদি আমার এরূপ অবস্থা হয় তাহলে আমার মৃত্যুর পর আমার সেই অসম্পূর্ণ অসম্ভবগুলি এই স্বর্লোকে বা দেবযানে (Deva chanic plane) আসিয়া সমস্তই সম্ভব ও সম্পুর্ণ করিতে সক্ষম হইব, এটুকু আমার সৎকর্ম্ম ফলের স্বর্গসুখ। এস্থলে কেবলমাত্র সুখ এখানে আমার কোনই অভাব থাকে না ; যে স্থলে অভাব নাই সে স্থলে দুঃখ নাই। সংসারে সর্ব্ব বিষয়েই অভাব তজ্জন্য দুঃখ এবং অভাব মোচন হইলে ক্ষণিক সুখ। এই সুখ দুঃখ লইয়াই স্থূল জগত সংসার। এবং সত্ত সুখ লইয়াই স্বর্গ। কিন্তু যেখানে সুখও নাই দুঃখও

নাই অর্থাৎ সুখদুঃখাতীত স্থান তাহা শান্তিময় বা আনন্দ-ময়, বেদান্ত শাস্ত্রে এইটিকে আনন্দময় কোষ নাম দিয়াছেন। এই আনন্দময় কোষের অধিষ্ঠাতা পুরুষ যিনি হয়েন তিনি শিব। তিনি শিবতত্ত্ব বিদ্যার সীমায় উপনীত হইয়াছেন। এই শিবতত্ত্ব বিদ্যালাভে চরম জ্ঞানী পুরুষই আনন্দময় কোষের অধিষ্ঠাতা পুরুষ। তিনি পূর্ণানন্দ। অনন্ত অসীম, ইংরাজীতে (Eternal) নাম দেওয়া হইয়াছে।

সুকুমারী—অনন্ত অসীম, শান্তিই আনন্দময়। সুখ অসীম, স্বর্গময়। দুঃখযন্ত্রণা নরকময়; সুখ দুঃখ মিশ্রিত জগত সংসারময়। এই কয়টি বুঝিলাম।

স্বামীজি—দেখ, জীব যখন স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন, সে সুখেরও একটা সীমা আছে, সেজন্য ইহা সসীম স্বর্গ, এই স্বর্গের অপর পারেই প্রায়ই অধিকাংশ জীব যাইতে অক্ষম। এই সসীম স্বর্গসুখ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া জীব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা মনে রাখিতে ভুলিও না। কিন্তু যিনি স্বর্গের উপর ধাপে উঠিতে পারেন, তিনি হিন্দু দার্শনিকগণের মতে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না, তাঁহার আত্মা পরমাত্মায় লয় হইয়া যায়, এই-

জন্য তিনি ভগবৎ স্বরূপ হন (অর্থাৎ ভগবান যাঁহাকে বলিয়া থাকি, নির্লিপ্ত যাঁহাকে বলিয়া থাকি, অনেক কথা আমরা তাঁহাকে বলিয়া থাকি)—তাঁহার আর জন্মও নাই মৃত্যুও নাই, কিন্তু যদি আবশ্যক হয়, তিনি পুনরায় জীবের পরিত্রাণের জন্য অবতাররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যেরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন ; —

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

গীতা ৪র্থ অঃ।

সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য দুষ্টকারীগণের বিনাশ হেতু এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

নির্ম্মল—তাহলে ভগবানও আবশ্যকমত মানবদেহ ধারণ করেন—আমার বিশ্বাস ছিল, ভগবানের জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। তিনি অনাদি অনন্ত।

স্বামীজি—তিনি অনন্ত ও অনাদি সত্য, তাঁহার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই, তিনি সৎ পরমাত্মা—আত্মার মৃত্যু নাই কিন্তু দেহগুলির জন্ম মৃত্যু আছে এইটুকু মনে রাখিবে যে দেহী গীতার বাক্য সেই দেহীই আত্মা—তাহার মৃত্যুও

নাই জন্মও নাই আর দেহ অনিত্য বস্তু; তাহার জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে। আত্মা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি শুন :—

আত্মা অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী, তাহাই সৎ অর্থাৎ নিত্য যাহার আর কোন পরিবর্ত্তন হয় না। কোনরূপে নষ্ট হয় না। এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দু সর্ব্বব্যাপী এবং এত মহত যাহা ধারণা করা যায় না। যেমন আকাশ পদার্থ, অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মবিন্দু সমষ্টি অথচ সর্ব্বব্যাপী পদার্থ। এই আকাশে পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য্য, নক্ষত্র গ্রহাদি যাবতীয় দৃষ্ট দ্রব্য বিস্তৃতরূপে বিদ্যমান এবং আকাশ (Ether) সর্ব্ব বিষয়েতে বিদ্যমান। যেখানে Space সেইখানেই আকাশ (Ether); এই আকাশ অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। এই বাহিরের আকাশ ইহাকে ভৌতিক আকাশ কহে। এই আকাশ (Space) আমরা স্থূলচক্ষেও যাহা দেখিতে পাই না এবং ইহা যে অসংখ্য বিন্দুসমষ্টিতে বিদ্যমান তাহার আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ সমতল (Plane) কিম্বা রেখা মাত্রই অসংখ্য বিন্দুসমষ্টিতে গঠিত ইহাও সকলেই জ্যামিতিতে দেখিয়াছেন। তাহলে আমরা বুঝিতে পারি যে ভৌতিক আকাশ যেরূপ সূক্ষ্ম, ও তাহার এক

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দুকে আয়ত্তে আনিতে পারিলে তাহা আরও কত সূক্ষ্ম বিন্দুটি বুঝিতে গিয়া দেখি যে নিরাকার। এই ভৌতিক আকাশ—ইহাপেক্ষা সূক্ষ্মজগতের আকাশ আরও কত সূক্ষ্ম তাহা আয়ত্তে আনা অতি সুকঠিন। যোগীজন সেই সূক্ষ্মজগতে বিচরণ করিয়া সেই আকাশের চিত্রগুলি দেখিতে পান। তাহাকে মহাকাশ বলে। আর একটি জগৎ আছে, তাহা এই দুইটি জগৎ অপেক্ষা অধিকতম সূক্ষ্ম তাহাও আয়ত্তে আনা সুকঠিন, তাহাকে কারণ জগত বলে। কারণ জগত বেদান্তের আনন্দময় কোষ। এই আনন্দময় কোষের অধিষ্ঠাতা পুরুষই আত্মা। পুরুষ দ্রষ্টামাত্র, তিনি সেই কারণ জগতের আকাশের একটি অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দু। বিন্দু চিদাকাশস্থ নিরালম্ব। এই কারণ জগতের আকাশের নাম চিদাকাশ। এই চিদাকাশস্থ বিন্দু সর্ব্বভূতস্থ অথচ সর্ব্বভূতে থাকিয়াও নাই, এইজন্য নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয়, পরমাত্মা, অনন্ত, অনাদি সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্বভূতও ইহার ভিতরে আছেন। মহাজ্যোতির্ম্ময় সহস্র সূর্য্যের জ্যোতি যদি একাত্রিত হয় তদপেক্ষা মহাজ্যোতির্ম্ময় অতএব তাঁহাকে আয়ত্তে আনা

যায় না। কিন্তু সমাধিপ্রাপ্ত মহাযোগীর আত্মা তন্মধ্যে থাকিয়া শব্দচৈতন্যে থাকেন। "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানং।" পাতঞ্জলি সমাধিপাদ। সেই চিদাকাশের স্বভাবই (প্রকৃতি) গুণ শব্দ। চিদাকাশের ধ্বনি কেবলমাত্র ওঁ শব্দে ধ্বনিত মাত্র। ওঁ শব্দ স্বপ্রকাশ, তদ্ভিন্ন আর রূপ নাই। ওঁকার রূপই সাকার ব্রহ্ম, এই বীজ মন্ত্রধ্বনি যন্ত্রে পরিণত হইয়া সাকার ব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্ম বলা হয়। তজ্জন্য যোগীবর পতঞ্জলি বলিয়াছেন।—

তস্য বাচক প্রণবঃ। তাঁহার নাম প্রণব।

তজ্জপঃ তদর্থভাবনম॥ তাঁহার জপ ও তাঁহার অর্থ ভাবনাই ঈশ্বরোপাসনা বা ব্রহ্মোপাসনা।

সমাধিপ্রাপ্ত মহাযোগীর স্পন্দনই অবিরাম ধ্বনিত হইয়া অনন্তে লয় হইয়া যাইতেছে। সমাধিপ্রাপ্ত মহাযোগীর মহাভাবই মহাশক্তি। এই মহাশক্তিই চিদাকাশস্থ শব্দ বা শব্দব্রহ্ম, বা সাকার ব্রহ্মশক্তি। চিদাকাশ নিরাকার ব্রহ্ম। তাহাই পরম আত্মা। একোমেবাদ্বিতীয়ং। এই এক; অসংখ্য রূপ ধারণ করিয়া একটি একটি অংশ অহংকার লইয়া জীবরূপে পরিণত। অহংকার শূন্য মহাযোগীর নিকট সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান, সুতরাং সেই

সর্ব্বভূতস্থ যোগযুক্তাত্মা পুরুষেরই জ্ঞানাত্মা একীভূতে লয় হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারই জ্ঞান আত্মা একোমেবা-দ্বিতীয়ং; কারণ তাঁহার নিকট ভিন্ন ভিন্ন আত্মা (জ্ঞান) থাকে না; এইরূপ নিরহঙ্কার (অহংজ্ঞান লুপ্ত) মহা-যোগী আত্মজ্ঞানী মহাত্মা, পরমাত্মা। এই পরমাত্মা যুগে যুগে আবশ্যক মত অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া সাকার দেহ আশ্রয় লহেন তখনও তিনি অহঙ্কার শূন্য ভাবে থাকিতে সচেষ্ট হয়েন। আত্মা, পরমাত্মা যতদূর সংক্ষেপে বুঝান গেল ততটুকু তোমাকে বলিলাম।

নির্ম্মল—বীজমন্ত্রের মন্ত্রটি একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার (Gramophone) গ্র্যামোফনের রেকর্ডের কথা মনে আসিল। মন্ত্রধ্বনিটির স্পন্দনটি (Vibrtion) যথাযৎ মহাকাশে চিত্রিত হইয়া যেমন একটি রূপ সাকার সৃষ্ট হইল সেই সাকারই যন্ত্ররূপে পরিণত হয়। যে শব্দের যেমন স্পন্দনটি হইবে সেই সেই ভাবে একটি একটি শব্দ সাকার হইয়া এক একটি যন্ত্ররূপে পরিণত হয়। গ্রামোফনের (Record) রেক-ডেরও উপর ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দন ভিন্ন ভিন্ন সুরও শব্দের রূপ সমূহ যন্ত্ররূপে পরিণত হয় বলে বোধ হয়।

স্বামীজি—উহা আর একদিন বুঝাইব। অদ্য বেলা অধিক হইয়াছে—তোমরা কিছু আহারাদি কর। এই বলিয়া তিনি কিছু ফল আনয়নে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গৃহ মধ্যে অনেক সুমিষ্ট ফল সঞ্চয় করা আছে জীব সচ্ছন্দে সেই সকল ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। ঐ সকল ফল অতি অদ্ভুত! * সেগুলি সুমিষ্ট সুস্বাদু এবং বল বৃদ্ধি করে। তাহাদের সেই ফল আনিয়া ভক্ষণ করিতে দিলেন। স্বামীজিও যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন। তৎপরে স্বামীজি এই গীতটি গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

---

* অদ্ভুত শুনিয়া যেন ফলগুলির আকার অদ্ভুত অথবা অন্য কোনরূপ আশ্চর্য্য জনক বলিয়া কেহ মনে বা করেন। অদ্ভুত আর কিছুই নহে সাধারণ ফলই সব তবে সেগুলি বড়ই ভক্তিভাবে নিবেদন করিয়া প্রীতিভোজন করাইয়া থাকেন। ভগবান শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যগুণে তাঁহার প্রসাদে যেরূপ মাহাত্ম্য গুণ থাকে সেইরূপ ভাব গ্রহণ করুন।

গ্রন্থকার।

চিত্রগুপ্ত।

গীত। †

ভৈরবী—একতালা।

গুপ্তভাবে চিত্র হয় মন অন্তরালে।
মহাকাশে রূপ ধরে, চিত্রগুপ্ত বলে॥
কর্ম্মচিত্র দ্যাখে নর সূক্ষ্মদৃষ্টি হলে।
সজীব সাকার হয় কর্ম্মশক্তি বলে॥
চিত্রসূত্র রহে যেন, নিজ কর্ম্মজালে।
কর্ম্মচিত্র দ্যাখে সে যে, এ জগত ভুলে॥
জীবগণ বুঝে শেষে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
মৃত্যুকালে ভোগে সে যে, তাঁর কর্ম্মফলে॥

† গীতটি "চিত্রগুপ্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে মৎলিখিত ১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "পন্থা" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম।

গ্রন্থকার।

পঞ্চম অঙ্ক।

গুরুভক্তি ও পতিভক্তি।

সন্ধ্যাকাল। মলয় পবন ধীরে ধীরে আসিয়া বৃক্ষ-পত্রাদিকে সর্ সর্ শব্দে চালনা করিতেছে। সম্মুখস্থ একটি ক্ষুদ্র উদ্যান। জ্যোৎস্না কিরণে উদ্যানস্থ নানা-বিধ বর্ণের পুষ্পগুলি নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সেই উদ্যানের একটি চাতালের উপর একটি যুবক ও একটি যুবতী উপবেশন পূর্ব্বক উভয়ে পরস্পর অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছে ও কথোপকথন করিতেছে। অদূরে স্বর্গীয় অপ্সরাগণ দিব্যাঙ্গনা সুন্দরীগণ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নৃত্য গীত করিতেছে। গীতটি বেশ স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইতেছে।—

খেমটা।

নয়নে নয়নে মিলি গাহি একতানে।
গাহিব প্রেমের গান অতি যতনে॥
চাহিয়ে রহিবে আঁখি তার মুখ পানে।
(আরে) যেন আঁখি কি বলিবে সদা জাগে মনে।

যুবক নির্ম্মল কুমার ; বালিকা সুকুমারী এক্ষণে যুবতী। যুবক নির্ম্মলকুমার সুকুমারীকে বলিতেছেন দেখ সুকু! আমরা কে—এখন কিছু কিছু স্মরণ হইতেছে, স্বামিজীই আমাদের বহু পূর্ব্ব জন্মের গুরু, আমরা উভয়েই বহু-পূর্ব্ব জন্ম হইতে স্ত্রী পুরুষ ও স্বামী স্ত্রীরূপে বদ্ধ।

সুকুমারী—হাঁ আমারও সেইরূপ স্মরণ হইতেছে, দেখ তুমি আমার স্বামী একথা যেন আর আমাকে আর কাহাকেও বলে দিতে হয় না, যেন আমি আপনি জন্ম জন্মান্তর হইতেই জানিয়া আসিতেছি।

নির্ম্মল—হাঁ সুকু। আমরা পূর্ব্ব জন্ম বিষয় কিছু স্বামীজির নিকট হইতে শুনিবা স্বামীজি আমাদের যথার্থ গুরু। স্বামীজি সবই বল্‌তে পার্‌বেন। আমরাও জন্ম জন্মান্তর এই গুরুই লাভ করিয়া আসিয়াছি স্মরণ হইতেছে।

সুকুমারী—প্রেম অতি পবিত্র বস্তু, এই পবিত্র প্রেমের ভাব দৃঢ়রূপে হৃদয়ে রাখিতে পারিলে কি অসীম আনন্দ। তোমাকে যতই ভালবাসি ততই ভালবাসা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়—এ অটুট প্রেম। এ প্রেমই সত্য, ভক্তি মাখান যে প্রেম; সেই প্রেমই সত্য। ইহাতে কোনরূপ কামনা বাসনা নাই, ইহাই নিষ্কাম ভালবাসা।

নির্ম্মল—সত্য। তোমার নিষ্কাম প্রেম আমাকে অর্পণ করিয়া আমরা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া গাঢ় প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছি। তাহার আর সন্দেহ নাই। এই প্রেম সুদৃঢ় ও পবিত্র, এই নির্ম্মল প্রেমদানে আমাকে নির্ম্মল করিয়াছ।

সুকুমারী—ভালবাসা জিনিষটা বুঝ্‌ছি যে নিস্বার্থ-ভাবে ভাল বাসিয়া যতই স্বামীপদে অর্পণ করা যায় ততই ভালবাসা দ্রব্যটি নিষ্কাম ও পবিত্র হয়। স্বামীই আমার গুরু, এই ভাবেই আমি দৃঢ়রূপে স্বামী পদ ধ্যান করিয়া থাকি ও চিরজীবন যেন ঐরূপ করিতে সমর্থ হই।

নির্ম্মল—দেখ সুকু, গুরুদেবই আমাদের ভগবান, সেই গুরুর ধ্যানে মগ্ন হইলেই আমাদের ভগবানের উদ্দেশে মগ্ন হওয়া যায়, এই টুকু বুঝ্‌ছি। যখন গুরুর পবিত্র ভালবাসা হৃদয়ে স্থাপন করিয়া তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হই তখন কি এক অপূর্ব্ব শান্তি লাভ হয়। তিনি আমাদের এই শান্তি কুটীরে আশ্রয় দিয়া কতই যত্ন করিতেছেন। আরও তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসা—তাহা জন্মান্তরে ও ভুলিতে পারিব না।

জ্যোৎস্নালোকে তাহাদের মুখমণ্ডল প্রেমিকের ভাবে গদ গদ হইয়া উঠিল। উভয়ে উভয়ের মুখ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিতেছিল। পদ্মপুষ্পগুলি চক্ষু মোদন করতঃ বৃক্ষ মৃণালাসনে উপবেশন পূর্ব্বক কি চিন্তা করিতেছে কে জানে? যেন মধুর প্রাতঃকালের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে; কেন না প্রাতঃকালে তাহারা পট্ পট্ শব্দে চক্ষু উন্মিলন করিবে; চন্দ্রের চাউনি বুঝি তাহাদের ভাল লাগে না? তদ্দর্শনে চন্দ্রদেব মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। এমন সময় অদূরে কাহার পদ-শব্দ শ্রুতি হইল। তাহারা পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন স্বয়ং নিত্যানন্দ স্বামী তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে স্বামীজিকে প্রণাম করিলেন—স্বামীজি তাহাদের উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন। "বৎসগণ! তোমরা যথার্থই প্রেম ও ভক্তি শিক্ষা করিয়াছ। তোমাদের যথার্থই গুরুভক্তি ও পতিভক্তি শিক্ষালাভ হইয়াছে। বৎস নির্ম্মল কুমার! তুমি যথার্থ এই নির্ম্মল গুরুভক্তি লাভ করিয়া জন্ম জন্মান্তরে আমাকে গুরুরূপে লাভ করিয়া আসিতেছ। মা, সুকুমারী! তুমি যথার্থ-সাধ্বী, পতিব্রতা সতী স্ত্রীর

পরিচয় দিয়া এই নির্ম্মলরূপ পতিকে জন্মজন্মান্তর যাবৎ লাভ করিয়া আসিতেছ।

তোমরা এই প্রেম ও ভক্তি যাহা শিখিয়াছ তাহা কেবল মাত্র পরস্পরের মধ্যেই অভ্যাস করিয়া সেই জগৎ পিতা জগদীশ্বরের নিকট সমর্পিত হইতেছে এবং এই প্রেম ভক্তি সর্ব্বত্রেই ও সর্ব্বজীবেই প্রকাশ হইতেছে জানিও। ইহাই ঐশ্বরিক প্রেম এইরূপ দীর্ঘ প্রেমই শিক্ষার উপযুক্ত, এইরূপ প্রেম শিক্ষাই শ্রেয়ঃ। তোমাদের দেখিয়া জগত শিক্ষা করুক, যে জগতকে কিরূপে নিষ্কাম ভালবাসা দিতে হয়, কিরূপে ঐশ্বরিক প্রেম দান করিতে হয়।

নির্ম্মল—ভগবন্! সমস্তই আপনার কৃপার কণামাত্র।

স্বামীজি—এরূপ অদ্ভুত প্রেম, ভক্তি আমি ও দেখি নাই শুনিয়াছি মাত্র কিন্তু তোমরা আজ আমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছ, বৎসগণ! আমি তোমাদের গুরুনামে খ্যাত কিন্তু তোমাদের নিকট হইতে আমি আজ অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করিলাম। তোমরা কে জান?

নির্ম্মল—ভগবন্ তাহাই আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন।

স্বামীজি—তবে শুন পূর্ব্বজন্মে তোমরা ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে তুমি ক্ষত্রিয় রাজা ও সুকুমারী রাণী ছিলেন। উভয়ে অতি সৎভাবে নিজেদের গুরু কৃপায় একাগ্রচিত্তে ধর্ম্মনিষ্ঠাবান ও ধর্ম্মনিষ্ঠাবতী হইয়া ভগবানের অভিপ্রায় মত কার্য্য সমাধা করিয়াছিলে, সেই ফলে অত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ সন্ন্যাস পদ প্রাপ্ত হইয়াছ। আমি পূর্ব্বজন্মে নির্ম্মলের পিতা ছিলাম ও গুরু ছিলাম। এই গুরু প্রতি অচলা ভক্তি ছিল সেজন্য এজন্মেও গুরুরূপে লাভ করিয়াছ। মা, সুকুমারী তোমার স্বামী পদে পূর্ব্বজন্মে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এরূপ ভক্তি দেখা যায় না তজ্জন্য তুমি এই নির্ম্মলরূপ স্বামীকে জন্ম-জন্মান্তরেও লাভ করিয়াছ। ঐ দেখ সুকুমারী আকাশপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কে তোমার দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করিতেছে তুমি দেখিবে যে সে দেখিতেছে কিন্তু সে তোমাকে প্রকৃত দেখিতে পাইতেছে না।

সুকুমারী আকাশ প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন, একটি যুবক সুপুরুষ, যেন তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছে। সুকমারীর অপরিচিত। সুকুমারী তদ্দর্শনে বুঝিল পূর্ব্বজন্মে ঐ ব্যক্তি তাহাদের প্রতিবেশী ছিল এবং

সুকুমারীর নিকট প্রণয় ভিক্ষা করিয়াছিল। সুকুমারীর পূর্ব্বজন্মের কথা, সুকুমারী তখনও রাণী হন নাই, রাজ-পুত্রবধু মাত্র, সেই সময়ে ঐ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত তাহার সখীত্ব ভাবে বদ্ধ থাকাতে তাহাদের বাটীতে গমনা-গমন করিত। তাহারা উভয়েই সমবয়স্ক ছিল। এক দিবস সুকুমারী তাহাদের বাটীতে গমন পূর্ব্বক বসিয়াছিল তাহার সখী কোন কর্ম্মোপলক্ষে অন্য গৃহে গমন করিয়া-ছিল। অকস্মাৎ ঐ যুবক সেইটি উপযুক্ত সময় মনে করিয়া গৃহে গমন করিয়া সুকুমারীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ ও কাতর ভাবে প্রণয় ভিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সুকুমারী কোন বাক্যালাপ না করিয়া ধীরভাবে বাটী প্রত্যাগমন করে। সুকুমারী কাহাকে কিছু না বলিয়া কেবল মাত্র স্বামীকে ঐ বিষয়টি বলিয়াছিল এবং আর কাহা-কেও না বলেন তাহাও স্বামীকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। সেই অবধি সুকুমারী সখীর বাটী গমনাগমন স্থগিত করিয়া-ছিলেন। সুকুমারী স্বামীজিকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, যাহা দেখিলাম সত্য। পূর্ব্বজন্মে ঐ ব্যক্তি আমার পরিচিত; এবং পূর্ব্বজন্মের আমার সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা স্মরণ হইয়াছে।

স্বামীজি পুনশ্চ অপর দিকের আকাশ প্রতি ইঙ্গিত করিয়া নির্ম্মলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, ঐ দেখ নির্ম্মল তুমিও ঐ আকাশ প্রতি চাহিয়া দেখ।

নির্ম্মল নির্দ্দিষ্ট আকাশ প্রতি চাহিয়া দেখিলেন যে একটি পরমা সুন্দরী যুবতী তাহাকে দেখিয়া চিনিলেন, এবং তাহার পূর্ব্বজন্মের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা স্মরণ হইল। ঐ যুবতী প্রতিবেশীর ভার্য্যা; সে নির্ম্মলের নিকট বারে বারে প্রণয় পত্র লিখিয়া প্রণয় ভিক্ষা করিয়াছিল। নির্ম্মলকুমার তখন রাজকুমার। নির্ম্মল কাহাকেও না বলিয়া একদিবস উক্ত প্রাতবেশীনীর স্বামীকে ইঙ্গিত মাত্র জানান, তারপর হইতে নির্ম্মল আর কোন পত্র পান নাই। নির্ম্মলের বাটীতে ঐ রমণী প্রায়ই আসিত ও তাহার স্ত্রীর সহিত সখীত্বভাবে বদ্ধ ছিল, তাহাতেই নির্ম্মল স্বামীজিকে বলিল, যে ঐ একটি চিত্র দেখিয়াই পূর্ব্বজন্মের সকল বিষয়ই আমার স্মরণ হইল কিন্তু ঐ রমণীর বিষয়টি স্মরণ হওয়াতে আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে। গুরুদেব উহাদের এখন অবস্থা কিরূপ?

স্বামীজি। দেখ তোমরা উভয়ে যে দুইটি চিত্র দেখিলে ও স্ত্রী পুরুষ দর্শন পূলকের উহারা জন্মে

পরস্পর স্বামী স্ত্রীরূপ সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ ছিল, কিন্তু কামের প্রাধান্য বশতঃ আদর্শ পতি-পত্নী যাহাকে বলে তাহার উপযুক্ত ছিল না। উহারা কামাসক্ত হইয়া পরস্ত্রী ও পরপুরুষে আসক্ত হইয়া প্রণয় ভিক্ষা করিয়াছিল। এই কর্ম্মফলে উহাদের অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, এখনও উহারা পুনর্জন্ম লাভ করে নাই। এখন উহারা কামলোকে থাকিয়া তোমাদের দেখিয়াও দেখিতে সক্ষম নহে হস্ত পদ ইন্দ্রিয়াদি বদ্ধ; প্রাণে ভোগ করিবার বাসনা অতি তীব্র, কিন্তু ভোগ করিবার সামর্থ্য নাই, লালসারূপ তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, এরূপ মরীচিকাময় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে যে তোমরা দেখিলে তোমাদের প্রাণে বড়ই কষ্টানুভব হইবে। বহুকাল পরে উহাদের যন্ত্রণার শেষ হইবে, কারণ অসীম যন্ত্রণা এই যন্ত্রনার ভোগ এখনও উহাদের আছে। এই ভোগ অবসান হইলে, ঐ রমণী এক বারবণিতা গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবে। এবং ঐ পুরুষ একটি নীচ বংশে জন্মগ্রহণ কবিয়া বারবণিতাগণের প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তীব্র যন্ত্রণা, এরূপ দুঃসহ মৃত্যুসম যন্ত্রণা ভোগ বশতঃ লাম্পট্য জনিত ভীষণ ব্যাধিময় দুর্ব্বহ জীবন ভার বহন করিবে। তখনও ভোগ বাসনা

তীব্র রহিবে। সেই রমণীরও তদ্রূপ ব্যবস্থা জানিও।

নির্ম্মল। তবে কি উহাদের উদ্ধারের উপায় নাই ?

স্বামীজি। শীঘ্র উদ্ধারের উপায় নাই ; বিলম্ব হইবে, যদি তোমরা উভয়ে ভগবানের নিকট তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কর, তাহলে শীঘ্র না হউক কতকটা উপায় হইবে। কিন্তু ভোগগুলি ভুগিতেই হইবে ; ভোগগুলি যত বহুকাল যাবৎ ভুগিতেই হইত তোমাদের প্রার্থনার জন্য তাহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পকালে হইবে জানিও। তোমরা জগতের মঙ্গলের জন্যই কার্য্য করিয়া থাক—কারণ সর্ব্ব কর্ম্ম যে গুলি করা হয় সে সকল জগতের মঙ্গলের জন্য মহাপুরুষগণ করাইয়া থাকেন।

নির্ম্মল ও সুকুমারী। (আগ্রহ সহকারে) তবে উহাদের হিতার্থে আরও একাগ্রচিত্তে কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিব।

স্বামীজি। তাহা করিও। ওঁ তৎ সৎ।

এই বলিয়া স্বামীজি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু উন্মিলন পূর্ব্বক সুকুমারী ও নির্ম্মলের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কর্ণের

নিকট নিজ মুখ লইয়া গিয়া পুনশ্চ মুখ সরাইয়া লইলেন—বোধ হয় তাহাদের কিছু বলিয়া দিলেন। তাহাদের উভয়ের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং তাহাদের হস্তদ্বয় সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন। চন্দ্রদেব এক্ষণে মস্তকোপরি ঊর্দ্ধে আসিয়া স্থির নিরীক্ষণ করিতেছেন, মলয় দেব মৃদু মৃদু ভাবে আসিয়া জ্যোৎস্নার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; সম্মুখে স্বর্গীয় দেবীগণ আনন্দে নৃত্য করিয়া গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন।

গীত। *

সিন্ধুখাম্বাজ—একতালা।

ভক্তি সাগরে আনন্দ উদ্দেশে মন প্রাণ দাও ভাসিয়ে।
বিজ্ঞান পবনে হেলিয়ে দুলিয়ে স্থূলতত্ত্ব সব নাশিয়ে॥
মন অবিরাম যাঁহারে চায়, প্রাণ সহ সঁপিয়ো তাঁরে,
আনন্দ পীযুষ পানে রহ দিবা নিশি।
ভক্তি নীরে করিয়ে স্নান, আনন্দে গাহগো প্রণবেরই গান,
প্রণবেরই মালা গাঁথিয়া আত্মাকে সাজাও গো আনন্দে
হাসিয়ে হাসিয়ে॥

---

* এই গীতটি পন্থায় ১৩১৩ সালে ভাদ্র সংখ্যায় "আমি" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার।

গীত সমাপ্ত হইবার পর স্বামীজি বলিলেন বৎসগণ! ঐ শুন অদ্য পবিত্র দিনে তোমাদের দীক্ষীত করিলাম, দেবীগণ আনন্দে স্বর্গ হইতে আগমন পূর্ব্বক নৃত্য গীত করিয়া প্রস্থান্ করিতেছেন। অদ্য এই স্থান পবিত্র হইল। বৎস নির্ম্মল! আমার আত্মকথা সম্বন্ধে একটু বলি শুন! ইহ জন্মেও আমি তোমার পিতা, তুমি আমার পুত্র। আমার স্ত্রী তোমাকে রাখিয়াই ইহলোক ত্যাগ করেন। আমার এক প্রতিবেশিণী বৃদ্ধা ছিলেন জাতি ব্রাহ্মণী; আমি তোমাকে এবং আমার বাটী গৃহ, স্থাবর সম্পত্তি তাহার নিকট রাখিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিলাম। আমার যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলাম, তজ্জন্যই সেই কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি। তোমার ও সুকুমারীর বিষয় আমার পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। তারপর তুমি সেই বৃদ্ধার যত্নে প্রতিপালিত হইতেছিলে, লেখা পড়া শিক্ষা করিলে, পরে বৃদ্ধা ইহলোক পরিত্যাগ করিবার পর বাটীতে কেহ নাই দেখিয়া, তোমার একাকী ভাল লাগিল না, অগত্যা তুমি বাটী হইতে বহির্গত হইলে— আমি এই স্থান হইতে সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। আমি

দেখিতেছি যে আমার পূর্ব্ববিদিত বিষয় গুলি কতদূর মিলন হয়। তাহা প্রকৃত সকলই মিলন হইল। তুমি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটি দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে—কেমন আমার কথা গুলি তোমার সহিত মিলিতেছে ত ?

নির্ম্মল। হাঁ ভগবান, হাঁ পিতঃ! সব ঠিক।

স্বামীজি। সেই দেশে এই সুকুমারীর পিতার বাসস্থান ও বসতবাটী—সেই বাটির সম্মুখবর্ত্তী পথে তুমি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলে এমন সময়ে সুকুমারীর পিতা বাটী হইতে বহির্গত হইয়া তোমাকে দেখিতে পাইলেন, তোমার প্রতি তাঁহার স্নেহ সঞ্চার হইল—তাঁহার পুত্র ছিল না। তোমাকে গৃহে লইয়া গিয়া পুত্রের ন্যায় পরম যত্নে পালন করিতে ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা এই সুকুমারী। উভয়ে একত্রে থাকিয়া অধ্যয়ন করিল ও সুকুমারীকে পাঠ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল; এইরূপে তোমার সেখানে বেশ মন লাগিল ক্রমশঃ নির্ম্মল সুকুমারী উভয়ে বেশ পবিত্র ভালবাসায় মুগ্ধ হইল—এমন কি সুকুমারী তোমাকে পাইলে তাহার পিতা মাতার কথা মনে পড়িত না। সুকুমারীর পিতা

মাতা স্থকুমারীকে তোমার নিকট রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ, তুমিও কুলীন ব্রাহ্মণ মাত্র, তোমার পিতা মাতা কে, তাহা তুমিও কিছুই জান না ও তাঁহারাও কিছু অবগত নহেন। কখন না কখন তোমার কুল পরিচয় পাইবার আশা করিয়া যখন তোমার কোন পরিচয় এতাবৎ কাল পাওয়া গেল না তখন অগত্যা তোমাদের উভয়ের পরস্পরের প্রণয় তাঁহারা আর পছন্দ করিলেন না অতএব তোমাকে বাধ্য হইয়া বিদায় দিলেন। কিন্তু তাঁহারা তোমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন।

স্থকুমারী। ভগবান! তাঁহারা কোথায়? এখন কিরূপ আছেন?

স্বামীজি। তাঁহারা তোমাদের অনেক অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোথাও পাইলেন না; তোমাদের উভয়েই দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ বিবেচনা করিয়া তাঁহারাও সংসার পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছেন। যাহা হউক তোমাদের উভয়ের এই মিলন বড়ই প্রীতিকর ও শান্তিপ্রদ। আমি তোমাদের উভয়ের বিবাহ দিয়াছি, তোমরা উভয়ে সচ্ছন্দে গৃহকর্ম্ম ও সংসার ধর্ম্ম করিয়া

শান্তি সুখে জগত উজ্জ্বল কর। এই বলিয়া তাহাদের হস্তদ্বয় পরিত্যাগ করিলেন।

সুকুমারী ও নির্ম্মল পুনশ্চ স্বামীজিকে প্রণাম করিলেন, তিনি উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সুকুমারী নিরুদ্বেগে সমস্তই শ্রবণ করিলেন, কেবল মাত্র মুখে উচ্চারণ করিল ভগবান মঙ্গল করুন।

স্বামীজি। এস, আমরা তিন জনে বসিয়া একটু ভগবৎ চিন্তা করি। এইরূপে তিনজনে একটি ত্রিভূজা-কারে উপবেশন পূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এই ত্রিভুজটি সমকোণ ত্রিভুজ; ত্রিভুজের এক দিকে নির্ম্মলকুমার ত্রিভুজের বাকী কোণটিতে স্বামীজি, এইরূপ ত্রিভুজাকারে উপবেশন করিয়াছিলেন; গুরু, স্বামী, স্ত্রী এইরূপে এই তিনজনের এক সমবাহু ত্রিভুজাকার ধ্যানে নিমগ্ন থাকাই স্বামীজির উপদেশ, তৎসঙ্গে মন্ত্র সাধনা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

এইরূপে তাঁহারা প্রায় একঘণ্টা যাবৎ ধ্যানে মগ্ন রহিলেন। পরে সকলেই ধ্যান ভঙ্গ করিয়া ভুমিষ্ট হইয়া ভগবদ্দেশে প্রণাম করিলেন। স্বামীজি কেবলমাত্র ওঁ সৎ ;এই উচ্চারণ পূর্ব্বক উত্থান করিলেন। উহারাও উত্থান করিল।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(ধ্যানী যোগী ও সমাধি)।

উন্নত পার্ব্বতীয় স্থান হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণা প্রবাহিত হইতেছে, ইহা হিমালয় পর্ব্বত। এই পর্ব্বত হইতে ঝরণা গুলি প্রবাহিত হইয়া নিম্নভাগে এক স্থানে মিলিত হইয়া একটি বিশাল স্রোত নিম্নাভিমুখে অনবরত ধাবিত হইতেছে। ইহার উভয় পার্শ্বে প্রস্তরময় পর্ব্বত গুলি দণ্ডায়মান হইয়া গঙ্গাদেবীর ক্রীড়া দর্শন করিতেছে। সে স্থানের পার্শ্বে পাদপ-রাজি শোভা পাইতেছে, সেই স্রোতস্বতীর পূর্ব্বভাগের একটি একটি বৃক্ষতলে স্তূপাকার শিলাখণ্ড ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে তন্মধ্যে একটি পুরাতন অশ্বথমূলে একটি শিলা অতি সুন্দর সজ্জিত হইয়া রক্ষিত আছে নানাবিধ পুষ্প, বিল্বদল জবাকুসুমে শোভিত; বৃক্ষটি পুরাতন অশ্বত্থ, মৃদুল পবন হিল্লোলে বৃক্ষস্থ পত্র গুলিকে ঈষৎ কম্পিত [illegible] কোনটিকে নিম্নে বৃক্ষতলে নিক্ষেপ করিতেছে। তাহার তলে একটি মহাত্মা ও একটি সন্ন্যাসী যুবক এবং একটি সন্ন্যাসিনী

যুবতী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। সন্ন্যাসী একটি গীত গাহিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

গীত।

ভৈরবী—একতালা।

মন প্রাণে ঐক্য যার,
হৃদে ভক্তি গাঁথা তার।
প্রণব নামেতে পিতা, শান্তি সহ জ্ঞান দাতা।
মাতৃক্রোড়ে শাস্ত যথা, আনন্দে বিরাজে তথা॥
পূর্ণ জ্ঞানানন্দ কহে এই মিলন সবার।
(জগজ্জনে) ভ্রাতৃগণে মিলি সবে আসি দেখ একবার॥

গীত সমাপ্ত করিয়া স্বামীজি বলিলেন; নির্ম্মল, আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে এই পার্ব্বতীয় স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ইহা নিম্ন পর্ব্বত, উচ্চে উঠা বড়ই কঠিন ইহার অধিক উপরে যাওয়া অসম্ভব।

---

* এই গীতটি পন্থার ফাল্গুন মাসে ১৩১৬ সালে "একটী অদ্ভুত স্বপ্ন" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার।

দেখ এই শিলাখানি গুহ্য কালীনামে খ্যাত, এই স্থানটি কালীতলা। মা দুর্গার এক অঙ্গ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল এই স্থানটি অতি পবিত্র ও তীর্থ স্থান। এই পার্ব্বতীয় স্থানে মহাপুরুষগণ নির্ম্মাণ কায়া ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। এবং জগতের হিতের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছেন।

নির্ম্মল—কিরূপে মহাপুরুষগণ জীবের মঙ্গল করেন।

মহাত্মা—তাঁহাদের সৎ চিন্তা জীবগণকে প্রেরণ করেন।

সুকুমারী—কিরূপে প্রেরণ করেন?

স্বামিজী—আমাদের অন্তর্জগতে চিদাকাশ, মহাকাশ যে সকল আকাশ আছে এই আকাশ গুলি অতি সূক্ষ্মভাবে মহাপুরুষগণের সহিত সংযোগ আছে। জীব যখন তাহাদের চিত্তকে সেই আকাশে নিয়োগ করিতে পারে তখন সেই আকাশ ভেদ করিয়া মহাপুরুষগণের সৎ চিন্তা কণাগুলি লাভ করিয়া পরম আনন্দ ও শান্তি ভোগ করিয়া থাকে এবং নিজ নিজ চিত্ত-ক্ষেত্রে সেই বীজ বপণ করিতে সমর্থ হন সেই জন্য একান্ত মনে মহাপুরুষের শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়ঃ। যাঁহাদের এই মনস ক্ষেত্রটি উপযুক্ত হয়

মহাপুরুষগণ সেই উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত রহিয়াছেন জীব কেবল বীজ গ্রহণের উপযুক্ত হইলেই হয়। একটি সমবাহু ত্রিভুজ আকার আপাততঃ এইরূপে বুঝিয়া রাখ, স্ত্রী পুরুষ মহাপুরুষ এই ত্রিভুজাকার। এই তিনের একটি একটি বিন্দু লইয়া একটী সমবাহু ত্রিভুজ (equilateral triangle) স্থাপন করিয়া রাখ পরে এই তিনের লয়ের এক কেন্দ্র স্থাপন কর সেই তিনের লয়ের কেন্দ্র সন্ধি স্থাপন কর সেইটী তিনের লয়ের এক স্থলটী পরমপুরুষের নির্ম্মাণ কায়া। এই দেখ ত্রিধারা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া একে লয় হইতেছে এবং এই এক বহু হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামধারী হইয়া জগতে বিরাজ করিতেছে। সেইরূপ এই স্ত্রী হইতে স্বামীতে লয় স্বামী হইতে গুরুতে লয় হইয়া এক হইবে। পরে গুরু হইতে মহাপুরুষে লয় হইবে। যেমন প্রাণ, মন, ও বিজ্ঞান, মনে কর, প্রাণ স্ত্রী, মন স্বামী, বিজ্ঞান গুরু, এই তিনের লয় হলো আনন্দ। অর্থাৎ বেদান্ত শাস্ত্রের পঞ্চকোষ, * মনময়-

* পঞ্চকোষের মধ্যে স্বামীজি অন্নময় কোষের কথা এ স্থলে বলেন নাই।

কোষ, প্রাণময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ, আনন্দময়কোষের অধিষ্ঠাতা পুরুষ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম একটি বিন্দু অনেকগুলি বিন্দু এই বিন্দুতে লয় হইয়া এক মহত বিন্দু; ধারণ করিয়া আছে। এই বিন্দু পুনশ্চ স্বতন্ত্র হইয়া বহু বহু বিন্দু প্রকাশ হইয়া সৃষ্ট জীবগুলিতে সংযোগ থাকার জন্য এক একটি রূপ (সাকার) ভাবে সতন্ত্র হইয়া থাকে জানিবে। পুনশ্চ, এই বিন্দুতে লয় পাইয়া থাকে। এই বলিয়া স্বামীজি আপন ভাবে এই গীতটি গাহিতে আরম্ভ করিলেন—

সপ্তধাতু গীত। ভৈরবী। †

আনন্দে মন সাত খানা।
মন! ভক্তি লয়ে, প্রাণ সমর্পিয়ে,
(স্থূল ত্যাজি) প্রণব হার গলে পরো না।
পূর্ণজ্ঞান হলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার,
অনাহত ধ্বনি বাজে চমৎকার,

---

† ব্রহ্মবিদ্যা মাসিক পত্রিকায় ১৩২৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় এই গীতটি প্রকাশ করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার।

নিরাকার আত্মা অরূপ ওঁকার,
(মন) যদি বিজ্ঞান যাচিস্
(সদা) জ্ঞানানন্দে থাকিস্,
করিস্‌নে আর আনাগোনা ॥

স্বামীজি গীতটি সমাপ্ত করিয়া নির্ম্মলকে বলিলেন :—নির্ম্মল ! বল দেখি তোমরা সে দিবস ধ্যান করিয়া কি দেখিলে ?

নির্ম্মল—পিতঃ ! আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিবার পর দেখিলাম একটি সরল পথ, চন্দ্র কিরণ যেন তাহাতে জ্যোৎস্না মাখান ছিল, সেই পথ দিয়া আমি ও সুকুমারী চলিতে আরম্ভ করিলাম আপনি স্থির ভাবে কোথায় রহিলেন। পরে আকাশে পূর্ণচন্দ্রের হাসি দেখিলাম, তাহার পর মেঘ চন্দ্রকে ঢাকিয়া অন্ধকার করিল উভয়ে ভীত হইলাম, কড় কড় শব্দে মেঘ শব্দ শুনিলাম তৎসঙ্গে বিদ্যুৎ আলোক দেখিলাম। পরে ঝড়, বৃষ্টি ভাগীরথী তীরে নৌকারোহণ, পরে অতল জলে নৌকা ডুবি। ক্ষণিক পরে উভয়েই পবিত্র জলে ভাসিতেছি, তার পর গুরু দর্শন, শান্তি কুটীর গুরোপদেশ। বাকী সবগুলি একটি বেশ দৃশ্য দেখিলাম।

স্বামীজি—কি বুঝলে নির্ম্মল ?

নির্ম্মল—আমি যখন সে গুলি একটি পর একটি দর্শন করিতেছি তখন আমার মধ্য হইতে কে যেন সমস্ত দৃশ্যগুলি বুঝাইয়া দিতেছেন তিনি বলিলেন ঐ দেখ! তোমাদের পূর্ব্ব কর্ম্মের স্মৃতিগুলি কিরূপ আকার ও প্রাণ ধারণ করিয়া তোমাদের সম্মুখে আনীত হইয়াছে। এই যে সরল পথটি দেখিতেছ, ইহাই তোমাদের পরস্পরের প্রাণভরা প্রেম পথ। উভয়ের প্রেমালাপে যে সুন্দর ভাব তোমাদের হৃদয়ে উদয় হইয়াছিল তাহা এই যেন পূর্ণচন্দ্র তোমাদের মহাকাশে উদয় হইয়া আনন্দে হাস্য করিতেছে। কিন্তু যখন তোমরা পরস্পর পৃথক হইয়া তুমি দূরদেশে যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিতেছিলে তখন উভয়ের মহাকাশে বিরহ নামক একখানি মেঘ অকস্মাৎ আসিয়া উভয়ের চন্দ্রালোক ঢাকিল। অন্ধকার করিল; মোহ মেঘ দুর, দুর, শব্দে কড়্, কড়্ শব্দে তোমাদের হৃদয়রূপ মেদিনী কম্পিত করিল। তোমাদের মনের একতা থাকাতে তোমাদের মহাকাশে ক্ষণিক সুখরূপ বিদ্যুতালোক অনবরতঃ চিক্ মিক্ করিতেছিল, এবং সেই আলোক সাহায্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইলে,

এবং অবিরাম অধৈর্য্যরূপী ভাগীরথাকুলে উপনীত হইয়াছিলে ও তোমাদের ভীতিপূর্ণ অজস্র অশ্রুপাত জলে পরিণত হইল, আর তোমরা পরস্পরের প্রণয়রূপ দৃঢ় রজ্জু দ্বারা উভয়ে বদ্ধ হইয়া মনসরূপী নৌকা আরোহণ করিয়া তাহাতে উপবেশন করিলে, কিন্তু এই মনসরূপী নৌকাটিকে যখন দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হইলে না, কারণ তোমাদের মহাকাশে মায়ারূপী ব্যাকুলতা ভাব প্রবল ঝটিকার আকার ধারণ পূর্ব্বক হুঁকার শব্দে তোমাদের মনসরূপী নৌকাকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গিয়া, মোহরূপী নদীর তরঙ্গাঘাতে সেই মোহরূপী নদীর অতল জলে মগ্ন করিয়াছিল।

তারপর যখন তোমরা ভক্তি রজ্জু দ্বারা উভয়ে পরস্পরে বন্ধনাবস্থায় গুরুদেবের শরণাপন্ন হইলে তখন সেই ভক্তি রূপী পবিত্র গঙ্গাজলে ভাসমান হইয়াছিল, তখন মহাত্মা নিত্যানন্দ তোমার গুরুদেব তোমাদের চিত্তের মোহ দূরীভূত করিয়া শান্তি কুটীরে আনয়ন করতঃ পরম আনন্দরূপী ফল ভক্ষণ করিতে দিলেন ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি এই শব্দ আকাশ হইতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল তাহা ও শুনিলাম। আমি

যে গুলি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ও শ্রবণ করিয়াছি তাহা আপনাকে বলিলাম।

স্বামীজি—মা সুকুমারী তুমি কি দেখিয়াছ?

সুকুমারী—গুরুদেব! আমি স্বামীর পশ্চাদনুগামিনী আমার স্বামী যে গুলি দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছিলেন আমিও ঠিক তাহাই দর্শন ও শ্রবণ করিলাম। উক্ত দৃশ্য গুলি ঠিক একটির পর একটি ছবি যেন বাইস্কোপের(Bioscope) ন্যায় আমার সম্মুখে দেখা দিয়াছিল জানিবেন।

স্বামীজি তুমি বায়স্কোপ দৃশ্য কথাটি যাহা বলিলে তাহা ঠিকই; আমাদের মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যতক্ষণ আমরা বাক্যহীন হইয়া শয়ন করিয়া অনবরতঃ শ্বাস প্রশ্বাসাদি কর্ম্মে ব্যস্ত থাকি, ততক্ষণ আমাদের শ্বাস হওয়া কথা প্রসিদ্ধ আছে। সেই সময় আমরা আমাদের জীবিতাবস্থায় সর্ব্ব কর্ম্মগুলি (সেই পূর্ব্বোক্ত চিত্রগুপ্তের যে সজীব চিত্রগুলির কথা বলিয়া আসিয়াছি সেই গুলিই) আমাদের সম্মুখে ঐ রূপ বায়স্কোপের (Bioscope) ন্যায় একটি পর একটি দৃশ্য আসিয়া আমাদের পবিত্র কর্ম্মের চিত্রগুলি দর্শনে আমাদের আনন্দ দান করিয়া থাকে এবং আমাদের অসৎ কর্ম্মের দৃশ্যগুলি সম্মুখে

আসিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ করিতে থাকে। এ স্থলে ও কৃত কর্ম্মের ফলভোগ হইয়া থাকে জানিও। তখন আমাদের শ্রবণ শক্তি থাকে কিন্তু বাকশক্তি একেবারেই রোধ হইয়া যায়।

ঐ দেখ, পর্ব্বত শিখর, উহাই কৈলাশ পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতোপরি মহাযোগী মহেশ্বর মহেশ্বরী নির্ব্বাণ কায়া ধারণ করিয়া মহাধ্যানে রত। মা আনন্দময়ী পার্ব্বতী-রূপীণী স্বামী ক্রোড়ে উপবিষ্টা। কি সুন্দর দৃশ্য! বৎস-গণ! মহাদেব ডাকিতেছেন আমি কৈলাশে যাই; তোমরা উভয়ে দিন কতক সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন কর। কিন্তু আমি স্থূল দেহ লইয়া যাইতে পারিব না। এই দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহের আশ্রয় লইয়া এই যুগল চরণে লয় পাইতে ইচ্ছা করি। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও আমি সর্ব্বদাই সূক্ষ্মশরীরে তোমাদের দর্শন করিব ও তোমাদের সৎ পথে চালিত করিবার সাহায্য করিব। জগতের হিতের জন্য মহাত্মাগণ নির্ম্মাণ কায়া ধারণ করিয়া এইরূপে বিরাজ করিতেছেন আমি তাহা লইতে চেষ্টা করিব। এই দেহের কর্ম্ম এক্ষণে সমাপ্ত হইল, এই স্থুল দেহ পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

তোমরা শাস্ত্রানুযায়ী এই পরিত্যক্ত দেহের সৎকার করিও। শাস্ত্রাদির অন্যান্য কর্ম্মগুলি করিও এবং গীতাখানি নিত্য ভাল করিয়া পাঠ করিতে সচেষ্ট হইবে। উহা নিত্য পাঠই আবশ্যক। এস আমরা ভগবৎ চিন্তা করি। এই বলিয়া তিনজনে পূর্ব্বোক্ত সমবাহু ত্রিভুজাকারে উপবেশন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যোগাবিষ্ট হইলেন। সম্মুখে স্বর্গীয় দেবীগণ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পুনশ্চ গীত ও নৃত্য করিতে করিতে পর্ব্বতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিলেন।

গীত।*

আনন্দ-কাননে জ্ঞান রোপেছি দুজনে।
পাশাপাশি বসে মোরা এক হয়েছি মন জ্ঞানে॥
জ্ঞান হৃদে আত্মা শিরে, ভক্তি হৃদের হার।
প্রণব হয়ে বসে বুদ্ধ অতি চমৎকার॥
সরে যা সরে যা স্থূল মনে আর হবে না ভুল,
(এখন) প্রণব সাজে সজ্জিত হয়ে রয়েছি মগন ধ্যানে॥

---

* এই গীতটি পন্থার পৌষ সংখ্যায় ১৩১৬ সালে" একটি সাধক রহস্য" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার।

দেবীগণ গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন। এক ঘণ্টাকাল উহারা ধ্যানে রত ছিলেন, পরে নির্ম্মল ও সুকুমারী ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কি দেখিলেন— স্বামীজি নেত্র দ্বয় অর্দ্ধ উন্মিলিত, তিনি স্থিরদৃষ্টিতে নিস্পন্দভাবে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দেহ অসাড় ও দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়াও তিনি সেইরূপে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা বুঝিলেন দেহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহারা স্বামীজি স্থূল অশ্রুপাত সংবরণ করিয়া স্বামীজির পরিত্যক্ত স্থূল দেহটি গঙ্গাতীরস্থ করিলেন, সম্মুখেই গঙ্গা, তাঁহারা অর্দ্ধাঙ্গ গঙ্গাজলে রাখিয়া অন্তর্জলি করিয়া তৎপরে দাহ করিয়া ফেলিলেন, পরে পরস্পরে বলিলেন যে স্বামীজিকে আর এ স্থূল দেহে দেখিতে পাইব না। স্বামীজির অবয়বগুলি সমস্ত নিস্পন্দ ও শিথিল হইল বটে কিন্তু তাহার বদনের ভাব কোনরূপই বিকৃত দৃষ্ট হয় নাই স্বামীজির বদন খানি পূর্ব্বমত হাস্যবদনই ছিল। সেই বদন প্রতিনির্ম্মল কুমার স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া গীতোক্ত বাক্য বলিলেন :—

বাসাংসি জীর্ণানী যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি
নরোহপরাণি
তথা শরীরাণি জীর্ণন্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"
২২, গীতা ২য় অ।

অবশেষে তাহাদের শেষ কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিলেন, স্বামীজির দেহ ভস্মাবশেষ করিয়া তাহা ও গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া ফেলিলেন। পুনশ্চ নির্ম্মল বলিয়া উঠিলেন।

পাখীটি উড়িয়া গেল, খাঁচাটি পড়িয়া রহিল অবশেষে খাঁচাটি পুড়াইয়া ফেলিলাম গুরুদেব তোমার পরিত্যক্ত অবশিষ্ট ভস্মগুলিও গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া দিলাম। তোমার আর কিছু চিহ্নও রহিল না। কেবল মাত্র রহিল (তোমার উপদেশ), তুমি চলিয়া গেলে কিন্তু তোমার উপদেশগুলি ভুলিব না; চিরকাল স্মৃতি পটে জাগরিত থাকিবে। ভাল, ভগবান, যাও তুমি অনন্তে মিশিয়া যাও; অনন্ত অসীম, আনন্দমণ্ডলে মহাজ্যোতিরূপে শান্তি, নিকেতনে চলিয়া যাও। তুমিই শান্তি, তুমিই ধীর, তুমিই সৎ তুমিই সত্য, তুমিই নিত্য, তুমিই পরম আত্মা, তুমিই ব্রহ্ম। ইহলোকে তোমার তুল্য স্থান নাই তাই

অনন্তে মিশিয়া যাইতেছ। যেখানে শ্মশাননাই, সংসার নাই, নরক নাই, স্বর্গ নাই, সেই স্থান তোমরাই (ওঁ তৎ সৎ)।

চল সুকুমারী! চল! স্বামীজি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। চল আমরা উভয়ে আশ্রমে ফিরি, আসিলাম তিনজনে, ফিরিলাম দুইজনে। আহা! প্রাণের যে মায়া রোধ করে কাহার সাধ্য। একটা অসহ্য যন্ত্রণা হৃদয়াভ্যন্তরে লাগিতেছে।

সুকুমারী—(ক্রন্দনস্বরে) কি হলো গো, কি হলো? কিরূপে যাইব গো? স্বামীজিকে এদেহে আর দেখিতে পাইব না গো, তাঁহার সুমিষ্ট উপদেশ যে শুনিতে পাইব না গো। স্বামীজিকে কোথায় রাখিয়া ফিরিব? কে আর এই অরণ্য মধ্যে রক্ষক হইবে? প্রভু, অন্তর্যামী তুমি বলিয়া গিয়াছ যে সেই স্বর্গ হইতে আমাদের রক্ষা করিবে সেই আশায়ই আমরা পুনশ্চ তোমার দর্শন পাইব। তোমার সাধ্য কি আমাদের ত্যাগ কর আবার আমরা তোমাকে পাইব। ইহা স্থির জানিও। তোমার উদ্দেশে আমরা প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কুটীরে ফিরিলাম। দেখো প্রভু, চরণে স্থান দিও। আমরা মায়ায় মুগ্ধ

হইয়াছি। আমাদের মোহ দূর কর।

নির্ম্মল—গুরু কৃপাহি কেবলং। ওঁ গুরু ওঁ গুরু ওঁ গুরু।

উভয়ে—হরের্নামৈব কেবলং হরের্নামৈব কেবলং।

কল্যৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

যবনিকা পতন।

———

তাঁহারা এইরূপ বলিতে বলিতে তাহাদের গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। আসুন আমরা উহাদের পরিত্যাগ করিয়া এই পর্ব্বতের নিভৃত স্থানে আমাদের কর্ম্মফলগুলি ভগবদুদ্দেশে কৈলাশস্থ মহেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া যেন আত্ম সমর্পণ করিতে তৎপর হই। তজ্জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিতেছেন।

চেতসা ময়ি সংন্যস্ত মৎপরঃ।
বুদ্ধি যোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্ত সততং ভব ॥ গীতা

ওঁ তৎ সৎ।